ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 July 2019 ■ আগরতলা, ২৯ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১২ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জিরানীয়া, গন্ডাছড়া, আমতলী ও চড়িলামে ঝড়ল রক্ত

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাস, বলি ঠিকেদার ছয় টিএসআর জওয়ান সহ আহত দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ২৮ জুলাই।। রাজ্যে যান দূর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে পড়েছে। একদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে সড়ক সুরক্ষার জন্য ঘটনা করে প্রতিবছর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী নেওয়া হয়। তারপরও যান দূর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। রবিবার একই দিনে চারটি স্থানে যান সন্ত্রাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দশজন আহত হয়েছেন বলে খবর।

মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আহত আরও একজন। নিহত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি ধলাই জেলার প্রতিষ্ঠিত ঠিকেদার। তাঁর বাড়ি কমলপুর মহকুমার সালেমা এলাকায়। রবিবার বিকালে এই যান দুর্ঘটনা ঘটে রানীরবাজার থানার অন্তর্গত আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের মাধববাড়ি আচার্য টিলা এলাকায়।দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আমবাসা থেকে আগরতলা গামী টিআর-০৪-এ-০৫০০ নম্বারের স্করপিও ও টিআর-০১-এজে- ১৮৮৫ নম্বারের ইট বোঝাই ট্রাক। মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়ি দুইটি

রানীরবাজারে স্কর্পিও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারান স্কর্পিওর যাত্রী। ছবি নিজস্ব।

উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রান হারান স্করপিও গাড়িতে থাকা বিশ্বজিৎ ঘোষ। যতটুকু জানা গেছে নিহত বিশ্বজিৎ ঘোষ বিজেপি ধলাই জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পরিমল দেববর্মার জামাতা। এই দূর্ঘুটনায় ইট বোঝাই ট্রাকের চালক নিহার দাসও গুরুতর জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে টিএসআরের ছয় জওয়ান। তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গন্ডাছড়ায় মহকুমা হাসাপাতলে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা খুবই সঙ্কট জনক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিএসআরের ১২ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরাপত্তার দায়িত্বে কুমারঘাটে গিয়েছিল। রবিবার সেখান থেকে মিনি বাসে করে গন্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বাসটির নম্বর টি আর ০১ই-০৮০৮ । বাসটি বিকেল তিনটে নাগাদ গন্ডাছড়ার হাতিরমাথা এলাকায় একটি হাফ উঠার চেষ্টা করলে বাসটির ব্রেক ফেল করে। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি চালক। ব্রেক ফেল করায় গাড়িটি রাস্তার পাশে গভীর খাদে পড়ে ভয়াভয় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে ৬ জন জওয়ান গুরুতর ভাবে আহত হন। ওই গাড়িতে মোট ২০ জন জওয়ান ছিলেন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলেছে। তাছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রণব মুখোপাধ্যায় পাচ্ছেন ভারত রত্ন

নয়াদিল্লি,২৮ জুলাই।। ফের বাঙালির গৌরবের মুকুটে নয়া পালক। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ভারত রত্ন সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পাচ্ছেন দেশের ১৩তম রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। জি নিউজের সূত্র বলছে আগামী ৮ই অগাষ্ট এই সম্মানে সম্মানিত করা হবে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই তাঁর নাম মনোনয়নের জন্য পাঠানো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারত রত্ন সম্মান পাচ্ছেন গায়ক ভূপেন হাজারিকা ও সমাজকর্মী নানাজী দেশমুখ।ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। এক ট্যুইট বার্তায় তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ও দুই সন্তানকে ফেলে নাবালিকাকে বিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুলাই।। স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে মোবাইলে ভাব জমিয়ে নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেল এক ব্যক্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমতলীর চারিপাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে আমতলী থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। চারিপাড়ার বাসিন্দা সুহেল মিয়া পেশায় গাড়ি চালক। স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে তার। শ্রীনগর এলাকার ষোল বছরের নাবালিকার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলে সুহেল। ওই নাবালিকাকে সহিদ যে বিবাহিত তা গোপন রেখেছে। ওই ব্যক্তি কোর্ট ম্যারেজ করে নাবালিকার সাথে। বিয়ের পর সুহেল ওই নাবালিককে নিয়ে চড়িলামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তেজনা কদমতলায় গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত কদমতলা। বেধরক মারপিট এক মহিলাকে। ঘটনা কদমতলা ব্লক এলাকার বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝেরঝেরি এলাকায়।গতকাল রাজ্যব্যাপী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন বাগন গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝেরঝেরি এলাকার ২ নং ওয়ার্ডে ঘটে এই ঘটনা। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অপরাধে বিজেপি কর্মীদের উপর সিপিএম ও কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের বাধা দেয় ও বিজেপিকে ভোট দিতে বারণ করে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরে বাম ঘাঁটি বলে পরিচিত। এক কথায় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের খাস তালুক। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মের নামে রাজনীতি করে আসছে সিপিএম।

গতকালও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কংগ্রেস, সিপিএম একত্রিতভাবে অঘোষিত লড়াই করলেও প্রার্থী দেওয়া হয়েছে উভয় দলেরই। একই এলাকাতে বিজেপি প্রার্থী সংখ্যালঘু হিসাবে দাঁড় করানো হয় এক যুবককে। কিন্তু ধর্মের নামে অন্ধ মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দিতে নারাজ। তাই ঝেরঝেরি সহ কুর্তি এলাকায় সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলাদের বিজেপিকে ভোট দিতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে।তারপরও যদি বিজেপিকে ভোট দেওয়া হয় তাহলে চরম আকার ধারণ করবে বলে সাফ জানিয়ে দেয় তাদের ধর্মীয়

পর্যটন কেন্দ্র নারিকেল কুঞ্জের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। নারিকেল কুঞ্জের বেহাল দশা, পর্যটকরা এসে হতাশ। সত্তরের দশকে ডুম্বুর বাঁধের উপর ডুম্বুর জলাশয়ের একটি দ্বীপে গড়ে উঠে নারিকেল কুঞ্জ। প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরোনো নারিকেল কুঞ্জটিকে আজও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেনি। যদিও বা বর্তমান সরকার ডুম্বুর জলাশয়ের মনোরম দৃশ্য ঘেরা নারিকেল কুঞ্জ দ্বীপটিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে ইতিমধ্যেই সেখানে নানা রকমের কাজ শুরু হয়েছে।

পর্যটকরা এসে সেখানে যাতে করে বিনোদন করতে পারে তার জন্য গড়ে উঠছে আধুনিক মানের ঘরবাড়ি। কিন্তু একমাত্র নিরাপত্তার অভাবে সুন্দর ঘর বাড়ি গুলো কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে কাচের জানালা থেকে শুরু করে বাথরুমের বিভিন্ন সরঞ্জাম গুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনকি শৌচালয়ের পাইপগুলো পর্যন্ত কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সুন্দর ঘরবাড়িগুলো একমাত্র নিরাপত্তার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পর্যটকরা জানান সরকারি বিজ্ঞাপনে যেভাবে নারিকেল কুঞ্জের প্রচার করা হয়, বাস্তবে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আগে নারিকেল কুঞ্জে যে পরিমাণ নারিকেল গাছ ছিল, বর্তমানে তার দশ

পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিতে হয়েছে, বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। দুই-একটি ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ত্রিপুরায় গতকাল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট সম্পন্ন হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবে। ভোটের হারও যথেষ্ট ভাল, ৭৬ শতাংশ। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল ভোটকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা। সেজন্য নিরাপত্তা বাহিনী-সহ অন্যান্য সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছে, বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

ভোটের ফল কী হতে পারে এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণ ভোট দিয়েছেন, আগামী ৩১ জুলাই গণনার দিন জানা যাবে তাঁরা কাকে ভোট দিয়েছেন এবং ফলাফল কাদের পক্ষে যায়। প্রসঙ্গত, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে প্রথম থেকে বিরোধীরা অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে ভোট হয়নি বলে অভিযোগ করছেন। এই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বিপ্লব কুমার দেবেকে দায়ী করছে বামফ্রন্ট। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের এই অভিযোগের বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে দাবি করে তাদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

কুমারঘাট ও কদমতলায় সাতটি বুথে পুণরায় ভোট গ্রহণ ৩০শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ জুলাই।। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অধীন বড়গুল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ এবং ৫ নং ওয়ার্ডের ৮নং এবং ৯ নং আসনে পুনরায় হবে ভোট। জুলাইবাসা বেসিক সিনিয়র স্কুলে হবে পুনরায় ভোট। ব্যালট স্লিপে বিসংগতি ধরা পরাতে স্থানীয় ভোটার ও বিজেপি নেতৃত্বরা পুনরায় ভোটের দাবি তুলেছিলেন। অবশেষে আজ স্টেট ইলেকশন কমিশনার পুনরায় ওই ভোটকেন্দ্রে ভোট হওয়ার নির্দেশ জারি করেন। পাশাপাশি কুমারঘাটের ছয়টি ব্লকেও ওইদিন পুণরায় ভোট গ্রহণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত ২৭ জুলাই গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন জুলাইবাসা সিনিয়র বেসিক স্কুলে বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের ভোট সকাল থেকে যথারীতি শুরু হলেও অন্তিম পর্যায়ে এসে একজন ভোটারের চোখে ধরা পড়ে ব্যালট পেপারের কারচুপি।বিজেপির মহিলা প্রার্থী স্বপ্না বেগম এর নামে একি ব্যালট পেপারে দুবার নাম ও প্রতীক চিহ্ন থাকলেও অপর প্রার্থী আশরাফুর রহমান এর নাম ব্যালট পেপারে নেই।তাই যথারীতি ভোট চলা অবস্থায় আশরাফুলের ঝুলিতে অনেকটা ভোট কম পড়ায় ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে বিজেপি কর্মীরা।অপরদিকে স্বপ্না বেগমের ঝুলিতে অনেকটা বেশি ভোট পড়ে।তাই নির্বাচন আধিকারিকের নিকট এই ধরনের ভুলের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় ভোটারসহ বিজেপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুলাই।। খোয়াইয়ের বেলছড়ার একটি ছড়া থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায়নি। গায়ে কোন কাপড় নেই। পড়নে একটি লাল রঙের প্যান্ট রয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার রাজ্য ত্যাগ করলেন বিদায়ী রাজ্যপাল কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। ছবি নিজস্ব।

ভোটবাক্স নিয়ে ফেরার পথে জনতার সাথে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ মোহনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। পঞ্চায়েত ভোট শেষে ভোটবন্দী ব্যালট বাক্স নিয়ে দ্রুতবেগে রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ফিরে আসার সময় মোহনপুরের হরিণাখলার সরকার পাড়ায় একটি গবাদী পশুকে ধাক্কা দিয়ে গুরুতর জখম করে।

ঘটনা শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ। তাতে ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেন স্থানীয় জনগণ। ভোটবন্দী ব্যালট বাক্স নিয়ে আসা গাড়িটি আটক করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটান উত্তেজিত জনতা। ব্যালট বাক্স সহ ভোট কর্মীদের আটকে রাখার সংবাদ পেয়ে পুলিশ ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলে ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের নীতিমত খন্ড যুদ্ধ বেধে যায়। বেশ কিছুক্ষণ খন্ড যুদ্ধের পর ব্যালট বাক্স সহ ভোট কর্মীদের নিয়ে গাড়িটিকে সেখান থেকে রিটার্নিং অফিসারের অফিসে নিয়ো আসা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর মোহনপুর ব্লকের আমগাছিয়া এলাকার কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের ব্যালট বাক্স বোঝাই গাড়ি কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মোহনপুরে রিটার্নিং অফিসারের অফিসে আসছিল। হরিণাখলায় সরকার পাড়ায় একটি গবাদী পশুকে ধাক্কা দেয় দ্রুতগামী গাড়িটি। তাতেই বিপত্তি দেখা দেয়। স্থানীয় লোকজন গাড়িটি আটক করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

এনিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসককে নিগ্রহের দায়ে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনার সাথে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল লিটন দাস এবং বাদল দাস। তাদের বিরুদ্ধে ডাক্তার বিভাস রায় সাহাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ব্যাপারে রানীরবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাতে ডাঃ বিভাস রায় সারা রানীরবাজার এলাকায় গিয়েছিলেন একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে। ডাঃ বিভাস রায় সাহা ধনপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। আগরতলা পুর নিগম রাজধানী শহরে সাফাই অভিযান শুরু করেছে। নিগমের ছয়টি বড় মাপের ডেজিলেটিং মেশিন এবং ছয়শ শ্রমিক একসাথে কাজ করে চলেছে। শহরের নর্দমা, বাজার, জলাশয় এবং আবাসন এলাকগুলিতে এই সাফাই অভিযান শুরু করা হয়েছে। পুর নিগমের জোনাল অফিসাররা কাজের তদারিক করছেন। সকাল ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এই সাফাই অভিযান চলছে। আবাসনের মালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক জরিমানাও করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ষাট হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে খবর।

ত্রিপুরাবাসী স্বভাবে সৎ, সাহসী ও সহযোগিতা মানসিকতা সম্পন্ন, জানালেন বিদায়ী রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। টানা ১১ মাস রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে রবিবার রাজ্যত্যাগ করলেন বিদায়ী রাজ্যপাল প্রফেসার কাপ্তান সিং সোলাঙ্কী। রাজ্যে অবস্থানকালে রাজ্যবাসীর কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছেন তাতে তিনি মুগ্ধ। তিনি চিরকাল তা মনে রাখবেন বলে বিদায়কালে উল্লেখ করেছেন। বিদায়ী রাজ্যপাল প্রফেসার কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি রাজ্য ত্যাগ করেন।

এই উপলক্ষ্যে রাজভবনে রাজ্য আরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সে সময় রাজ্যে নবনিযুক্ত রাজ্যপাল রমেশ বৈস, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, বিধানসবার চীফ হুইপ কল্যাণী রায়, মুখ্য সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু সহ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে বিদায় জানান।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বিদায়ী রাজ্যপাল প্রফেসার সোলাঙ্কি বলেন, রাজ্যপাল হিসাবে দীর্ঘ ১১ মাসের কার্যকালে রাজ্য সরকারের সাথে কাজ করা এবং ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা ও উত্তর - পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় রাজ্যের উন্নয়ন ব্রতী হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যবাসী স্বভাবে সৎ, সাহসী ও সহযোগিতা মানসিকতা সম্পন্ন। তিনি সকল রাজ্যবাসীর সুস্থতা ও সফলতার কামনা করেন। রাজ্য সরকার রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসেবে পরিণত করার যে স্বপ্ন দেখেছে তা সফল করতে রাজ্যবাসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

জনজাতিদের বিকাশ ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। রাজ্যের বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের জনজাতি অংশের জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। কারণ জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। আজ প্রজ্ঞাভবনে ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ ইন এডুকেশন ও কোলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে 'ভারতে জনজাতি শিক্ষা, সমস্যা ও চ্যালে' শীর্ষক দু'দিনের জাতীয় আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনজাতি অংশের লোক ভারতে বাস করে। এরমধ্যে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই জনজাতি অংশের লোক সবচেয়ে বেশী। ইংরেজদের ২০০ বছরের শাসনকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ ভারতের অন্যান্য অংশের জনজাতি জনগণ শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে বঞ্চিত ছিল। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত অংশের জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজরা জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠি রয়েছে। প্রত্যকটি জনজাতি গোষ্ঠির আবার নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ম রীতিনীতি রয়েছে। রাজ্য সরকার জনজাতিদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি গুণগত শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষী বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে তপশিলী জাতি কল্যাণ ও উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রকের অর্থ বরাদ্দও বৃদ্ধি করেছেন। শুধু তাই নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করে থাকেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী এমন উদ্যোগ নেননি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ১২টি জনজাতি অধ্যষিত ব্লকের গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি ডি ও দের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি দিল্লীতে আই এ এস পরীক্ষার কোচিং এর ব্যবস্থা করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মোট ৩৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে আই এ এস কোচিং নেওয়ার জন্য দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে।

বিগত সরকার রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে সঠিক গুরুত্ব দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে গড়ে তোলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৮৪ ▫ ২৯ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ১২ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অন্ধকারে আলোর সাধনা

চারদিকে ঘন অন্ধকার যখন গ্রাস করে তখন মানুষ আলো আরও আলোর জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। আমাদের রাজ্য দেশ কি অন্ধকার অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? গাঢ় অন্ধকার কি আমাদের জীবন, আমাদের ভবিষ্যতকে ঢাকিয়া দিতেছে না? অন্ধকার আছে বলিয়াই তো আলোর এমন চাহিদা। রাজ্য ও দেশ কতখানি প্রগতির আলোতে স্নাত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাই আজ আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন। এই ছোট্ট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য হইতে অনেক বেশী স্বতন্ত্র। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য যেমন মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ এবং আসামের রাজনীতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ত্রিপুরার অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। এই ত্রিপুরায় বৃহত্তর অংশই বাঙালী জনগোষ্ঠী। পাহাড়ী বাঙালীর মিলন মিশ্রণের এমন পরিস্থিতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে তেমন দেখা যায় না। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নহে গোটা দেশের মধ্যেই ব্যতিক্রমী। এই ত্রিপুরায় এখন সগৌরবে বিজেপির জয়জয়কার চলিতেছে। শুধু ত্রিপুরা কেন সারা দেশই তো গেরুয়া একাধিপত্যের দিকেই আগাইতেছে। এই ত্রিপুরার বিরোধী সিপিএম তো একেবারেই কাত। এত এত হোল টাইমার থাকা সত্বেও দল আজ বিপন্ন। কিন্তু কংগ্রেস? এই দলের নেতাই তো নাই। একা প্রদেশ সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন দল চালাইবেন কিভাবে? তিনি তো রাজনীতির ট্রেনিংই সম্পন্ন করেন নাই। আর তাঁহার ডানে বা বাঁয়ে তো আছেন পরাজিত নায়করা। যাহাদের ডাকে পাঁচজন লোকও আসিবে না। তাঁহারাই তো সাংবাদিক সম্মেলন আলো করিয়া বসেন। ইহাই তাঁহাদের কাজ। সাজিয়া গুজিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করা। গ্রাম পাহাড়ে কর্মীদের পাশে তাঁহারা নাই। এইসব পার্শ্বচর দিয়া প্রদ্যুৎ কিশোর হাবুডুবু খাইবেন, ভাসিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিষয়েও প্রশ্ন আছে। এইভাবে বিরোধী শক্তি যদি ঘাড় কাঁত করিয়া চলে তাহা হইলে গণতন্ত্র তো গোল্লায় যাইবে। দেশের বা রাজ্যের গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন এই দলটির ভূমিকা বড়ই হতাশার। ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন সিপিএম বিরোধী শূণ্য করার লক্ষ্যে কাজ করিয়াছে। আজ বিজেপিও সেই পথের অনুসারী হইবে না এমন বলা মুশকিল। আজ কঠিন রাজনীতি সামনে আসিয়াছে। এখানে আজ নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। বিজেপি গণতন্ত্রকে আরও বেশী শক্তিশালী করিতে কতখানি উদ্যোগী এই প্রশ্ন আছে। তবে, একথা বলা যাইতে পারে যে, গণতন্ত্র সম্প্রসারণের প্রশ্নে দল নীতিগত ভাবে কোন পথে হাটিতে চায় সে সম্পর্কে বিজেপি কি ঝাড়িয়া কাশিতে চাহিবে?

ত্রিপুরা একটি সমস্যাদীর্ণ রাজ্য। এ রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বেশী সচেতন ও সজাগ। চোখ বুঝিয়া সব অন্যায় সাময়িক মানিয়া নিলেও সময় সুযোগ মতো বিদ্রোহের পথে হাটিবে। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, এরাজ্যের সচেতন মানুষ নীরবে অন্যায়কে মানিয়া নেয় না। আজ ত্রিপুরা রাজনীতি, শিক্ষা, খেলাধুলা সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বেশী অগ্রণী একথা অস্বীকারের সুযোগ নাই। তবু, লক্ষ্য করিবার বিষয় রাজনীতির আয়নায় সবকিছু বিচার করা হয়। বাম আমলে যেভাবে নির্বাচন করা হইত সেখানে লাল দলের সমর্থকই দায়িত্বে আসীন হইতেন। আজ জমানা বদলের পর বিভিন্ন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে ভাল পদে দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনা আছে। দিন একজায়গায় বসিয়া থাকে না। ইতিহাসের অনেক ঘটনা আমাদের প্রেরণা যোগায়। আমরা বিশ্বাস করি, অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তরণ হইবেই।

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে ট্রাক ও অটোর মুখোমুখি সঘর্ষ, মহিলা-সহ মৃত্যু ৪ জনের

ঢাকা, ২৮ জুলাই (হি.স.): বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন অটোরিক্সার চালক-সহ ৪ জন যাত্রীঊ শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাকুন্দিয়া উপজেলার মঠখোল-কটিয়াদী সড়কে মান্দারকান্দি বালিকা বিদ্যালয়ের কাছেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, অটোরিক্সার চালক শরীফ, খোকন, রাজিয়া খাতুন (৭৫) ও অহিদ মিয়া (৩৮)ঊ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ পাকুন্দিয়া উপজেলার মঠখোল বটতলা থেকে যাত্রী নিয়ে অটোরিক্সাটি কাটিয়াদী অভিমুখে যাচ্ছিলঊ মান্দারকান্দি বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে অটোটিকে সামনে থেকে ধাক্কা মারে ট্রাকটিঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু দু'জনেরঊ পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও দু'জন প্রাণ হারানঊ পুলিশ সূত্রের খবর, চালক-সহ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছেঊ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মধ্য কাশ্মীরের ডোডায় ভেঙে পড়ল বাড়ি : মৃত্যু বৃদ্ধার, গুরুতর ছেলে

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়িঊ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধা মায়েরঊ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন ওই বৃদ্ধার ছেলেঊ শনিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ডোডা জেলার বাগ্গার এলাকায়ঊ ডোডা-র এসপি (অপারেশন) রবীন্দর পাল সিং জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টির জেরে শনিবার সকাল ছ'টা নাগাদ বাগ্গার এলাকায় পাহাড়ে ধস নামেঊ পাহাড়ি থেকে পাথর গড়িয়ে এসে পড়ে ইশের দাসের বাড়িতেঊ

ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যায় গোটা বাড়িটিঊ সাত সকালে বিকট শব্দ শুনে প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাঊ পরে ঘটনাস্থলে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় দু'ঘন্টার অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয় বৃদ্ধা মা ও তাঁর ছেলেকেঊ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে ডোডা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বৃদ্ধা মাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন ওই বৃদ্ধার ছেলেঊ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় ২৫টি ভেড়াও।

প্লাসটিকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ভিস্তারা এয়ারলাইনস

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি. স.): যাত্রীদের প্লাস্টিকের বোতল থেকে শুরু করে প্লাসটিকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ভিস্তারা এয়ারলাইনস। প্লাসটিক বোতল থেকে শুরু করে প্লাসটিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করল ওই সংস্থা। প্রাথমিকভাবে সংস্থার পক্ষ থেকে দিল্লি থেকে মুম্বইগামী বিমানে বন্ধ করা হয়েছে প্লাসটিক দ্রব্যের ব্যবহার বলে জানা গিয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য রুটে এই নির্দেশ ধীরে ধীরে লাগু করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

প্লাসটিকে ভরে যাচ্ছে পৃথিবী। এভাবে চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই সমস্যায় পড়বে প্রাণীকুল। তাই জোর দেওয়া হচ্ছে সচেতনতায়। তাই এবার প্লাসটিক নির্মূলের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিল বিমান সংস্থা ভিস্তারা এয়ারলাইনস। পানীয় জল পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের পেপার কাপ ব্যবহার করা হবে সংস্থার তরফে বলে জানা গিয়েছে। মোট ৫০ শতাংশ পর্যন্ত প্লাসটিক ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করবে এই বিমান পরিষেবা সংস্থা। ভারতে বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে ভিস্তারাই একমাত্র পরিবহন সংস্থা যারা ইকোনমি ক্লাসে জীবাণু বিয়োজ্য উপকরণ ব্যবহার করে। প্লাসটিকের বাসনপত্রের বদলে ইকোনমি ক্লাসে ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র।

আয়ারাম গয়ারাম নাটকে কুমারস্বামী কুপোকাত

অচিন রায়

কবি কালিদাস 'কুমারসম্ভব' নামে যে নাটক লিখেছিলেন, কুমারের সম্ভাবনাতেই সেটি শেষ হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি কর্ণাটকে যে 'কুমারসম্ভব' নাটক হয়ে গেল তা শেষ পর্যন্ত কুমারের চোখের জলেই সমাপ্ত হলো। দীর্ঘ আঠারো দিন ধরে 'সাসপেন্স ড্রামা' সুপ্রিম কোর্ট প্রদক্ষিণ করে এলেও, শেষ রক্ষা হলো না। যারা আয়ারামের দৌলতে কংগ্রেস -জেডিএস কোয়ালিশন গড়ে তুলেছিল চোদ্দ মাস বাদে দড়ি ছেঁড়া গয়ারামের দলত্যাগের ফলে, সেটি পপাত ধরনীতলে। আসলে ভাগবাঁটোয়ারা মনোমতো না হলে যা হয় তার ফলে অনিবার্য।

এই প্রসঙ্গে গ্রামের একটি তরজার কথা মনে পড়ে। গাইতে গাইতে কবিয়ালের হঠাৎ যখন বিস্মরণ ঘটে, তখন তিনি ঢোল বাজিয়ের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, 'লঙ্কা ডিঙাইল ডিঙাইল যেবা তার নাম কি, ঢুলি তাল দিতে দিতে বলে, ভাগের বেলা দশ আনা, ছ আনা আমরা জানি কি পাকে পড়ে কবিয়াল তখন বলে, ভাগ যদি হয় এবে সমান সমান, ঢুলি অমনি বলে ওঠে, লঙ্কা ডিঙাইল তবে বীর হনুমান। আসলে কোয়লিশনে এই ভাগের অঙ্কটা ঠিক রাখতে হয়, প্রথমত ক্ষমতার ভাগ, দ্বিতীয়ত বখরার ভাগ। পশ্চিমবঙ্গের, কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধিতার খবরটা ঠিক ছিল বলেই বামফ্রন্টের রাজত্ব তিনি দশকের মৌরসীপাট্টা গড়ে তোলে।

কর্ণাটকে গরিষ্ঠ দল কংগ্রেস বিগত নির্বাচনে তার পরাজয়কে জয়ে পরিণত করতে তুরন্ত সংখ্যালঘু জেডিএস দলের কুমারস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের টোপ দিয়ে সরকার গড়লেও কংগ্রেসই তার পতনের মূল কারণ হয়ে ওঠে। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসই যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই সার সত্যটা সদা সমুচ্চ রাখতে গিয়েই পদে পদে তাল কেটে যায়। সর্বনাশ সমুৎপন্ন, অর্ধংস ত্যজতি পণ্ডিত এই নীতিবাক্যটি কংগ্রেস আমল দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। একটা জেডিএস দলত্যাগী কংগ্রেসী সিদ্ধরামাইয়া, মুখ্যমন্ত্রীত্ব হারিয়ে নতুন সরকারের সুপার সিএম হতে গিয়েই যত বিপত্তি। মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী বারে বারেই চোখের জলে নাকের জল হয়ে অসহায় অবস্থায় সরকার ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেও আশায় আশায় নিরস্ত ছিলেন। অবশেষে দলত্যাগীদের কূটকৌশলে হাল ছাড়তে বাধ্য হন। কর্ণাটকের বিগত লোকসভা নির্বাচনে কোয়ালিশনের পর জেডিএস এর সঙ্গে কংগ্রেস সরকার টিকিয়ে রাখার যে রাজনৈতিক অনিবার্যতা ছিল ব্যক্তিগত আকাঙ্খার সংঘাতে সেটিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার আহাম্মকি সম্পষ্ট হয়। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের এই আত্মঘাতী গোলে পরাজয়টাই স্বভাবধর্ম হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েও বাঁচা যায়নি।

অবশ্য ভারতে এখন সর্বক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্ট, সর্বঘটে কাঁঠালিকলা হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্ব বিষয়ে এই মহামহিমদের সুবিজ্ঞা নির্দেশ দেওয়া চাই। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্কার সজ্ঞান সম্মতিতে সহবাস করার ন্যাকামিটা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা অথবা ধর্ষণ, সেটা যেমন বিচারের পর্যায়ে পড়ে, তেমনি সিনেমা হাইসে জাতীয়সঙ্গীত বাজানো তথা দাঁড়ানোটাও আদালরে বিচারযোগ্য হয়ে ওঠে। কর্ণটকে বিধানসভার ত্রিশঙ্কু অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, স্থায়ী সরকার গড়তে পারে কিনা, তার জন্যে সময় দেওয়া অথবা না দেওয়া ডিসক্রিশনারি পাওয়ার সংবিধানে দেওয়া আছে রাজ্যপালকে, সেখানেও সুপ্রিম কোর্টকে অন্যায় অধিকারের নাক গলাতে হবে।

তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার মৃত্যুতে এআইডিএমকেরনেতা নির্বাচনে, অভিযুক্ত শশীকলার আদালতের রায় অবধি অপেক্ষা করায়, রাজ্যপাল বহু সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্তই যে ঠিক ছিল তার প্রমাণ পরবর্তীতে সেই রাজ্যে স্থায়ী সরকার এখনও চলছে। আসলে এ ব্যাপারে বাইরে থেকে আইনের কচকচি না করে রাজ্যপাল ও স্পিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণর টালবাহানায়, মনে পড়ে ষাটের দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে দলত্যাগী একটি গোষ্ঠী প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গড়ে তুলে সরকারের দাবিদার হয়। রাজ্যরাল ধর্মবীরা তখন স্পিকার বিজয় ব্যানার্জিকে আস্থা প্রস্তাব গ্রহণের জন্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে পিডিএফ সরকার পদত্যাগ করে এবং রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে ঊনসত্তর সালে, পুনর্নির্বাচন গোষণা করেন।

স্পিকার যদি রাজ্যপালের নির্দেশ অমান্য করেন, সেই অবস্থায় বৃহত্তর স্বার্থে ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কেননা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে হয় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি অথবা পুনর্নির্বাচন ছাড়া গতি নেই। কর্ণাটকে স্পিকার অবশ্য 'অষ্টাদশী' নাটকে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এর আগে ৩৫৬ ধারার অপপ্রয়োগে বহুবার নির্বাচিত বিধানসভা বাতিল হয়েছে। এখন এই ব্যাপারের একটি সুনির্দিষ্ট পরস্পরা গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজনীয় যে বিধানসভায় ভোটাভুটি ছাড়া কোনও সরকার বরখাস্ত করা যাবে না। এবং বিরোধী দলকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগ করা বিধেয় নয়। সংবিধাগত এই পরস্পরা গড়ে তোলা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এখানে আদালতের কোনও খবরদারির প্রয়োজন বাহুল্য মাত্র।

কর্ণাটকে সুপ্রিম কোর্টের মহাবিজ্ঞতায় আবার সেই অবলাবস্থাত দেখা দিয়েছিল। আসলে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে প্রথম সুযোগ ও সময় দেওয়া দরকার, তারা স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারি কিনা। একানব্বই সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের নরসিমহা রাও নির্দিষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও কোয়ালিশন সরকারে পাঁচ বছরের একটি স্থায়ী এবং অত্যন্ত সফল সরকার গড়ে তুলেছিলেন। অনুরূপভাবে অটলবিহারী বাজপেয়ীও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিয়ে এনডিএ কোয়ালিশন গঠন করে পাঁচ বছরের স্থায়ী সরকার গঠন করেন। তাঁর পরে একইভাবে মনমোহন সিং কংগ্রেসের একক গরিষ্ঠতা নিয়ে ইউপিএ কোয়ালিশনের সরকার গঠন করে পর পর দুটি স্থায়ী সরকারের শাসন পরিচালনা করেন। উপরোক্ত চারটি স্থায়ী সরকারের ভিত্তি ছিল অন্তত একটি দলের শক্তিশালী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অপরদিকে যখনই সংখ্যাগুলির ঘাড়ে চেপে সংখ্যালঘু দল নেতৃত্ব করতে হেচ্ছে তখনই তারা কর্ণাটকে মতো ধরাশায়ী হয়েছে।

আসলে এই ব্যাপারে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা আছে। তার প্রথম নির্দশন স্থাপন করেন ইন্দিরা গান্ধি স্বয়ং। জনতা দল থেকে ভাঙিয়ে তিনি চরণ সিং এর সংখ্যালঘু দলকে মসনদে বসিয়ে কিছুদিন বাদেই সমর্থন তুলে নিলে চরণ সিং এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সাধের অবসান ঘটে। তার পরে রাজীব গান্ধি মমতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলত্যাগী চন্দ্রশেখরকে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে ভি পি সিং সরকারের পতন ঘটল। তারপর কিছুদিন বাদেই কংগ্রেসের সমর্থন তুলে নিয়ে চন্দ্রশেখরকে ধরাশায়ী করেন।

আবার নরসিমা রাও এর জমানার শেষে, নির্বাচনে কংগ্রেস উপযুক্ত গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় কংগ্রেসের সমর্থনে অজানা এইচ ডি দেবেগৌড়া সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস প্রধান প্রবীন সীতারাম কেশরী, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খওায়েশে, দেবেগৌড়াকে প্রকাশ্য সভায় যে ভাষায় গালাগালি করেন তা শোভনতার সীমা হারায়। ফলে পরবর্তী আই কে গুজরালের স্বল্পস্থায়ী সরকারের অবসানে, 'সোনিয়া লাও কংগ্রেস বাঁচ্যা' স্লোগানের মাথায় চড়ে সোনিয়ার আবির্ভাব হয়। সেই থেকে কংগ্রেস (আই)তে ইটালিয়ান যুগের শুরু এবং অটলবিহারী সরকারের অবাসানে ইউপিএ যুগে আবার কংগ্রেস কোয়ালিশনের আবির্ভাব।

কিন্তু এই যুগের একটি বিরল বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয় আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপপ্রধানমন্ত্রী দেখা গেছে, এমকি জনতা আমলে একাধিক কিন্তু ইউপিএ আমলে দেখা গেল একজন সুপার প্রধানমন্ত্রী। এখন গান্ধি কংগ্রেসের এই ইটালিয়ান যুগে প্রধান হলেন ত্রিমূর্তি। কিন্তু এটুকু কারোর মাথায় আসে না যে, কংগ্রেসের বর্তমান দীনহীন অবস্থায়, একমাত্র কর্তব্য হলো, কোয়ালিশন, সরকারের খুঁটি সবল করা এবং রাজ্যে রাজ্যে কার্যকরী জোট গড়ে তোলা। কিন্তু কর্ণাটকেই দেখা গেল, উলটা বুঝলি রাম।

কর্ণাটকে তাই একান্ত আবশ্যক ছিল কুমারস্বামীর ওপর অনবরত চাপ সৃষ্টিতে মুরুব্বিয়ানা না করে, যাতে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরকার টিকিয়ে রাখা যায় তার দিকে নজর দেওয়া। যুথবদ্ধ মাছের ঝাঁক থকে জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর শিরে করাঘাত করে কোনও লাভ হয় না। 'জোট বাঁধো তৈরি হও' ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে অবলম্বন করা উচিত নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদে। নীতির ভিত্তিতে জোট বাঁধার কথা এখন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। সুতরাং জোট করতে হবে নেহাতই পারস্পারিক সুবিধে সুযোগের ভিত্তিতে। দল রাখতে ও জোট বাঁধতে একমাত্র রীতি হওয়া উচিত 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'।

তার কারণ এখন আমাদের গণতন্ত্রে রাজনীতি হচ্ছে সবচেয়ে অর্থকারী পেশা। তাই রাস্তার রাজনীতি করে অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত বাহুবলীর দল আজ ফকির তো, রাজনীতিরমই বেয়ে কাল আমীর। পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট অবধি নির্বাচিতত হতে গেলে শিক্ষাদীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে একটি নীতিই জাজ্বল্যমান তা হলে জোর যার মুলুক তার। একদিনের বুলেটে ব্যালক কব্জা করে যদি পাঁচ বছরেরচুরির চিচিং ফাঁকের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে আর অন্য কিছু শেখার প্রয়োজন কি? রাজনীতিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। তাই সংসদে আজ কোটি কোটি পতির ছড়াছড়ি, সব কাটমানি ও কমিশনের দৌলতে। আর ধরা পড়লেই বা কি, যথক্ষণ না শাস্তি হচ্ছে ততক্ষণে তিনি নির্দোষ এবং সামান্য।

টাকার অঙ্গাকারে বেল পেয়ে সংসদ ভবন আলো করা যায়। এমনকি হিতার জেলে থাকলেও কোনও পরোয়া নেই। কেননা সরকার পড়ো পনো অবস্থায়, হিতার থেকে মাননীয় সাংসদরূপে সংসদে সেগৌরবে আত্মপ্রকাশ, আবারভোট মিটে গেলে তিহার প্রত্যাবর্তন। তবে অভিযুক্ত হলেই যে রাজনীতির শেষ তা বলা যায় না। কেননা নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত এবং সেখানে কলকে না পেলে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট। এবং বিচার শেষ হওয়ার আগেই অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ।

আসলে এই চুরির চক্র ও ক্রিমিনাল চক্রকে জিইয়ে রাখার জন্যই অত্যন্ত সজ্ঞানে ও সুপরিকল্পতভাবে এই দীর্ঘায়িত বিচারব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা। অতএব মা ভৈষীঃ। বর্তমানে আমাদের নির্বাচিত সভায় প্রথম বিধায়ক ও সাংসদের দেশসেবার জন্যে সরকারিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা। অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে তাকে অত্যন্ত কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয় অনুপস্থিত হলে কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু এইসব সম্মানীয় নির্বাচিত সভার ওসব বলাই নেই। কাজ না করে মাইনে পাওয়ার সুখস্বর্গ হলো এই নির্বাচিত সভাগুলি।

সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেতন বৃদ্ধির জন্য পাঁচ বছর অন্তর বেতন কমিশন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই বিধানসভা কিংবা সংসদে নিজেরাই নিজেদের বেতনবৃদ্ধি করতে ওস্তাদ। এই একটি ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সকলেই একজাতি একপ্রাণ একতা। কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত। এটি মানি মেকিং মেশিন এর পদ না হলে সকলেই অসন্তুষ্ট। এমন একটা পদ পাওয়া দরকার যেখানে কিছু করা যায়। তাই রামপ্রসাদের গানের খেই ধরে এই নির্বাচিতদের থিম সক্ষ হলো, আমায়ে দে মা তবিলদাবি', বা মিনিস্টা রি যাতে কিছু করকে পারি। সেই তবিলদারির ব্যবস্থা না করতে পারলে নির্বাচিত হয়ে ভূতের বেগার খাটা অর্থহীন।

সেই জন্যেই এই দল বদলের খেলায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই স্বীয় স্বার্থে সজ্ঞানে এই ঘোড়াগ কেনা বেচার ঘুটি চালতেত ঘুটি ওলটাতে সদা ব্যস্থ। যে কোনও শর্তে ও যে কোন অর্থের বিনিময়ে এই দল বদল চলতে থাকে। লুটে লও দুদিন বই তো নয়। আজকে এদলে তো কালকে ওদলে। অবশ্য সকলেই বলবানের দিকে ধায়, যাতে বলের দ্বারা বিত্তের অংশিদারি হতে পারে। কেননা আমের ছালটা শাসক দলের হাতেই থাকে এবং তা থেকে ব্যবসা বালো জমাতে পারে। এটি যেমন ওপর তলায় তেমনি নিচের তলা অবধি বিস্তৃত।

এখন দেখা যাচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে শাসক দলের ডিঙিতে পা রাখার জন্যে ইঁদুরদৌড় শুরু হয়েছে এবং শাসক দলও দলবৃদ্ধির জন্য সেটিকে প্রশয় দিয়ে থাকে। সম্প্রতি যেমন গোয়াতে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক তেমনি, মধ্যপ্রদেশে দেখা যাচ্ছে বিজেপি থেকে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেয়ে, তারা চিল ছুপার রুস্তম। বিজেপির জয়ের আশায় কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে এসেছিল, আবার সুযোগ বুঝে ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে গেছে। রাজ্যে রাজ্যে তাই চলছে, দলবদলের খেলা, পশ্চিমবঙ্গেও তা অলক্ষ নয়।

আসলে রাজনীতির অলিখিত নিয়ম হলো, সরকার যার, পুলিশ তার এবং পুলিশ যার গুন্ডা ক্যাডার তার। বাম আমলে রেড ব্রিগেডের সে কি প্রবল প্রতাপ আজ একেক ধরে তো কাল ওকে মারে, পরশু কার বউকে থান পাঠায়। রাজত্বও গেল, পুলিশ আশ্রয়ও গেল, পার্টি চুপসে যেতে টুনটুনির গান সরব হলো 'নাট কাটা রাজারে, দেখতো কেমন সাজারে'। বর্তমানে উজ্জানস্রোতের জয় শ্রীরাম গুরু হয়েছে একই নিয়মে।

আসেল নীচের মহল থেকে উচ্চ বৃক্ষচূড়া অবধি একটিই অলিখিত নিয়ম, শাসক পার্টি করিবে থাকিবে সুখে। এবং এই দল বদলের অবস্থা কিন্তু সকল পার্টিই সজ্ঞানে জিইয়ে রেখেছে। আসলে এই প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে সংবিধানের দশম তপশিলে। যদি সেটা সংশোধন করে এমন নিয়ম করা যায় যে নির্বাচিত প্রতিনিধি দল বদল করলেই তাকে পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে, তাহলেই বাছাধনরা বুঝবেন কত ধানে কত চাল। বিধায়ক বা সাংসদ যে দলের হয়ে নির্বাচিত সেই দলত্যাগ করলেই, পুনর্বার ভোটাদাতের সমর্থন লাভের অবশ্য প্রয়োজন।

কর্ণাটকে স্পিকার তিন দলত্যাগীর সদস্যপদ খারিজ করে দিয়ে ২০২৩ অবধি তাঁদের নির্বাচনে যোগ্যতা বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে যাবেন বলেছেন,যদি কোনও দলহীন ব্যক্তি কোনও জোটে প্রথম যোগদানের পর অন্য কোনও জোটে যোগদান করেন তাহলেও তাঁকে আবার ভোটে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই ঘন ঘল দল বদলের ঘোড়ার সার্কস বন্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু ভয় নেই কোনও দলই এই ব্যবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী হবে না।

সুতরাং এই আয়ারাম গয়ারাম বিপ্লবের গৌরবাঙ্খিত পথপ্রদর্শক হরিয়ানার ভজনলালজি যুগ যুগ জিও। **(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)**

বৃষ্টিহীন পৃথিবীতে মানুষ বাঁচবে কিভাবে ?

অমর মিত্র

চালক পাখি কি দেখেছি কখনও? তৃষিত পাখি জলের জন্য রৌদ্রদগ্ধ আকাশমণ্ডলে 'ফটিক জল ফটিক জল' ডেকে ঘুরে বেড়ায়। ছোটবেলার শুনতাম, কেউ জল চাইলে না দিলে, পরজন্মে চাতক পাখি হয়ে এক ফোঁটা জলের জন্য মেঘশূন্য আকাশে চরে বেড়াতে হয়। কাকে কবে দল দিইনি,কোন তৃষিত মানুষ মনুষ্যতর প্রাণী জল চেয়ে ফিরে গিয়েছে মনে নেই, কিন্তু এখন তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। 'জল দাও, জল দাও' ডাকছি দিবারাত্র। আমি কেন, আপনি কেন, জগতের যত প্রাণী, কীটপতঙ্গ, গাছগাছালি—সব চেয়ে আছে আকাশের দিকে। আষাঢ় গেল, শ্রাবণ এসে গিয়েছে, আকাশ ধোয়ামোছা, 'রায় শরতের মেঘের চেহারা তার, রোদের ভয়ানক তাপ, বর্ষা যেন প্রাচীন কালের স্মৃতি। গতজন্মের স্মৃতি। মাঝে মাঝে কপালে হাত রেখে আকাশে চোখ মেলি---মেঘ এল? সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে আসছে না? তাহলে কাছেপিঠে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গল নিশচত। হ্যাঁ, এই কলকাতা শহরেই এম ঘটছে, বৃষ্টির বিভ্রম। বেলগাছিয়ায় হচ্ছে না, বেলেঘাটায় হচ্ছে নিশ্চয় উত্তরে হচ্ছে না, দক্ষিণে গড়িয়া, বাঘাযতীন, যাদবপুরের হচ্ছে না কি। কলকাতায় হচ্ছে না, বসিরহাটে হচ্ছে, বাঁকুড়ায় হচ্ছে, কিন্তু বরিসরহাট থেকে বিল্পব ফোন করল আমাকে---'দাদা, কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে? গড়িয়ার ভাইপো বেলগাছিয়ার পিসিকে ফোন করে---'বৃষ্টি হচ্ছে পিসি তোমাদের ওখানে? এ তো কলকাতার কথা, বাঁকুড়ার বেলেতোড় থেকে ফোন এল—কলকাতায় নাকি খুব বৃষ্টি। তিমির বাড়ির ছাদ ঢালাই করবে বলে বেলেতোড়ে গিয়ে বসে আছে, আকাশে মেঘ এলে কত সুবধে হত। ছাদ ঠালাই হবে, ঘণ্টাকয়েক বাদে আকাশ বেঙে জল নামুক, শক্তপোক্ত হবে মাথার ছাদ। সেই ছাদের নীচে আমরা সংসার পেতে বসব। পৃথিবী শস্যাশালিনী হবে। কিন্তু সবই আমাদের আকাঙ্খা। বর্ষার মেঘ নির্বাসিত হয়েছে। যক্ষের দূত যাত্রা করেনি বিন্ধ্যপর্বত থেকে অলকাপুরীর পথে। ফতে দশার্ণ-দেশ,তার রাজধানী বিদিশা নগরী, বেত্রবতী নদী কুটির প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো দিগবধূরা সকলে চালক পাখির মতো আকাশে তাকিয়ে আছে---মেঘ এল? মেঘের গুরু গুরু ডাক শোনা গেল? আহা, মেঘ এলে বিরহের দিনও শুরু হয় এই ভারতের কোথাও কোথাও। হ্যাঁ, আমার দ্যাখা পুরুলিয়া, বাঁকুড়ারঊষর মাটি সিক্ত হলে, এক বিঘে-আধ বিঘে জমি বা ভূমিহীন চাষি খেলমজুরের দল যাত্রা করে পুবেরদিকেয বাস বোধাই হয়ে বাসের মাথায় চেপে তারা বর্ধমান, হুগলি দক্ষিণ এবং উত্তর চবিবশ পরগনার দিকে যাত্রা করে। ধান রোয়ার কত কাজ। তখন ঘরে, তার কুটিরে থাকে বধূটি। অপেক্ষা করে, কবে ফিরে আসবে পুরুষ মানুষটি টাকাপয়সা, নতুন শাড়ি নিয়। বর্ষা-বিরহে কাটে অলকাপুরীর যক্ষ প্রিয়ার মতো। বর্ষা-বিরহে কাটে বিন্ধ্যপর্বতে নির্বাসিত যক্ষের মতো। কিন্তু সে বিরহমধুর আমার পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার গ্রাম-বধূটির কাছে। খেতমজুরটির কাছে। সে চাতক পাখির মতো আকাশে খোঁজ করে বেড়াচ্ছে---মেঘ এল, মেঘ না এলে সে কাজের খোঁজ পুবের দেশে, নামাল দেশে যেতে পারবে না। সে যাওয়া তো অন্নের জন্য যাওয়া। মেঘ না, এলে তার তৃষিত বুকে বৃষ্টির জলের ফোঁটা না পড়লে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। জলের কোঁজ করে করে দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কালে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তা আমার দ্যাখা। ঘোর দ্বিপ্রহবে সে বলে কিনা—আকাশ দ্যাখ, বেঁকে গিয়েছে ঢেউ টিনের মতো, জল আর হবে না। মানুষ শুকিয়ে টিমসে হয়ে মরে যাবে তার দালান-কোঠা, প্রাসাদ আর পর্ণকুটিরে।

—হুঁ, পানি এবার কি হবে না বাবু? উত্তর বিহারের শিউপ্রসাদ আকাশে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমাকে বলল, 'বারিষ কি হবে না এবার?' জলনামল সে দেশে রওনা হবে, দেশে চাষবাস আরম্ভ হবে। এবার বৃষ্টি নেই। শুকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত জলাধার, পুকুর,ডোবা,খালবিল। নির্জলা হয় যাচ্ছে চেন্নাই, হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাগ। আরও কত শহর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর শুকিয়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কুয়োল জল তলানিতে। বালি উঠছে বালি। এই বর্ষার মরশুমে তো তা ভরে থাকার কথা ছিল।

এমন তো হওয়ার কথা ছিল না মৌসম ভবনের খবর কী ছিল? মৌসম ভবন কেন্দ্রীয় আমাদের আবহাওয়া অফিস। এর শাখা অফিস সব রাজ্যেই আছে। 'মৌসমি' শব্দের অর্থ ঋতু। আমাদের ঋতু পরিবর্তন হয় মৌসুমি বায়ুর চলাচলের পথও বদল হয়। স্থলভাগ এবং জলভাগের তাপমাত্রায় পার্থক্য থাকেই। এই পার্থক্য বাড়ে উত্তরায়ণের কালে। সেই কারণেই স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর মতো মৌসুমি বায়ুরও জন্ম হয়। এদেশের জলবায়ু ও বষ্টিপাতে মৌসুমি বায়ুরও জন্ম হয়। এদেশের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতে মৌসুমি বায়ুর বড় ভূমিকা। আমাদের দেশ মৌসুমি বায়ুর দেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল হয়ে সমুদ্রে থেকে মৌসুমি বায়ু স্থলভাগে প্রবেশ করে। আরব সাগর পেরিয়ে আসে আমাদের মেঘ।

এ বছর ২৬ মে ক জানিয়েছিল আমাদের মৌসমি ভবন? দেরিতে হলেও ভারতের মূল ভূখণ্ড বর্ষা নিয়ে মৌসুমি মেঘ প্রবেস করবা কথা ছিল গত ৬ জুন। প্রবেশ করেছে মেঘে ভরা মৌসুমি বায়ু। তা হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে যেন আছড়ে পড়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অসম ভেসেছে, উত্তরবঙ্গ ভেসেছে, তার আগে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আছড়ে পড়েছে বর্ষা। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি সমুদ্র, বঙ্গোপসাগর থেকে যে জলভরা মেঘ আসার কথা ছিল, তা আসেনি। এমন অনাবৃষ্টির কাল আমরা বহুদিন দেখিনি। বিশ্বের উষ্ণায়ন এই অনাবৃষ্টির কারণ। উষ্ণায়ন কেন না উন্নয়নের কারণে। উন্নয়ন কেন না উন্নয়নের কারণে। উন্নয়ন মানে জল ও জঙ্গল ধ্বংস করে কংক্রিটের জঙ্গলের জন্ম দেওয়া। বৃক্ষের নিধনেই মেঘ বিমুখ হয়েছে। স্কুলবেলায় পড়েছি বৃক্ষের মাথায় মেঘ এসে দাঁড়ায়। প্রকৃতি যদি বৃক্ষশূন্য মরুভূমি হয়ে যায়, মেঘ আসবে কেন? মানবসভ্যতার অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে।

এবার ভারতীয় পুরাণে যাই। জানি অগ্নিকুণ্ডে পূর্ণ মহাতেজস্বী সূর্যদেব তার কিরণে জগতের জলরাশি শোষণ করেন। ওই জলরাশি মেঘ হয়। মেঘ বায়ুর আঘাতে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। চাচকের তৃষ্ণা মেটে। পৃথিবী সিক্ত হয়, শস্যশালিনী হয়। জলরাশি আবার সুর্যকিরণে শোষিত হয়, আবর বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে মেঘজন্ম পেরিয়ে। জানি সর্ব প্রাণের ভিতরেই জল আছে। মাটিতেও জল আছে। গাছে আছে। পুরাণে কথিত আছে, স্থাবর জঙ্গম যখন দগ্ধ হয়, তার ভিতরের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। একসময় গভীর অন্ধকারে সর্বলোক আচ্ছন্ন ছিল। সৃষ্টিকাল আরম্ভই হয়িনি, যে সময় তখনই অগ্নির আত্মপ্রকাশ। আলো হয়ে এসেছিল আগুন। সেই অগ্নি ছিল পার্থিব অগ্নি। যে আগুন সূর্যে আছে, সূর্যের তাপ যে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি হয়, সেই আগুন পবিত্র অগ্নি বৈদুতাগ্নি। অগ্নি সবসময় জলগর্ভ। অগ্নির শতসহস্র রশ্মি। সেই রশ্মি দিয়ে চারদিকে থেকে সমুদ্র নদী, সরোবর, কূপ, গাছগাছালি, প্রাণ---সব কিছুর জল শুষে নেয়। হিরন্ময় সূর্যের জন্যই জগতের যত উষ্মতা, যত শৈত্য যত বর্ষড়। সূর্যই তার কিরণ দিয়ে পৃথিবীকে তাপিত করে, শীতাত করে বর্ষণে প্লাবিত করে। চারশো বিচিত্র বর্ণের কিরণ সূর্যই পৃথিবীকে প্লাবিত করে বর্ষণে, সূর্য বসন্ত ও গ্রাস্মকালে তিনশে ।কিরণে উত্তার বর্ষণ করে, বর্ষা ও শরতে চারশো কিরণে জল দেয়, হেমন্ত ও শিশিরকালে তিনসো কিরণে হিম বর্ষণ করে। পুরাণে কথিত সেই সূর্যকিরণ নিঃশেষ হলে নাকি সামান্য বর্ষণে। সূর্যের শুষে নেওয়া জলই মেঘরূপ ধারণ করে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

স্বীকৃতি দিলে তবেই যাব, মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলকে রোহিঙ্গাদের সাফ কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনায় নিজেদের আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি এবং নাগরিকত্বের দাবি জানিয়েছেন রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা।তা না পেলে বাংলাদেশ থেকে রাখাইনে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ১১ লাখের বেশি শরণার্থীর পে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় বসা ৩৫ রোহিঙ্গা।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আলোচনার পর মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব মিন্ট থোয়ে বলেছেন, মিয়ানমারে ফেরত গেলে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্বের সুযোগসহ কী কী পাবেন, তা বুঝিয়েছেন তিনি।নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ শরণার্থীর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার নিয়ে আলোচনায় আসা মিন্ট থোয়ে নেতৃত্বাধীন মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলটি শনিবার কক্সবাজার পৌঁছায়।

মিয়ানমারের রাখাইনে সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর ২০১৭ সালের অগাস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। তার আগে গত কয়েক দশকে আসে আরও চার লাখ রোহিঙ্গা।আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে প্রত্যাবাসন শুরুর প্রস্তুতিও নিয়েছিল বাংলাদেশ।কিন্তু মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে রোহিঙ্গাদের মনে আস্থা না ফেরায় এবং তারা কেউ ফিরে যেতে রাজি না হওয়ায় সেই পরিকল্পনা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে যায়।

প্রত্যাবাসন শুরুতে দেরির জন্য বাংলাদেশ মিয়ানমারকে দায়ী করার মধ্যে দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের কয়েক দফা বৈঠকের পর কক্সবাজারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে এল প্রতিনিধি দলটি।মিন্ট থোয়ে নেতৃত্বাধীন ১৯ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি শনিবার কক্সবাজার পৌঁছার পর উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের ৩৫ জনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দুদফা বৈঠক করেন।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রোববার সকালেও কুতুপালংয়ে তৃতীয় দফায় বৈঠক করেন তারা। টানা ২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিজেদের নানা দাবি নিজেদের ভাষায় তুলে ধরেন রোহিঙ্গারা। বৈঠকে অংশ নেওয়া রোহিঙ্গা নেতাদের উদ্ধৃত করে রয়টার্স বলেছে, পালিয়ে আসা শরণার্থীরা তাদের জাতিস্বত্বার স্বীকৃতি চেয়েছে, তারা নাগরিকত্বের দাবিও জানিয়েছে।রোহিঙ্গা নেতা দিল মোহাম্মদ বলেন, আমরা তাদের বলেছি, মিয়ানমার আমাদের রোহিঙ্গা হিসেবে না মানলে আমরা ফেরত যাব না।সেই সঙ্গে ফেরত যাওয়ার পর নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাসের নিশ্চয়তাও চেয়েছেন রোহিঙ্গা নেতারা।আমরা নাগরিকত্ব চাই, আমরা আমাদের মর্যাদা চাই। আমরা তাদের বিশ্বাস করি না, সেজন্য আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।নিজ ভূমে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হলেও এসব দাবি পূরণ না হলে বাংলাদেশ থেকে না যাওয়ার কথা জানান দিল মোহাম্মদ। মিয়ানমারের যে নাগরিকত্ব আইন রয়েছে, তাতে রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব পাওয়া দুষ্কর। দেশটির ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের জন্মগত নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ নেই তবে 'অবস্থানগত নাগরিক' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও নারাজ মিয়ানমার সরকার।

রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর মিন্ট থোয়ে সাংবাদিকদের বলেন, মিয়ানমারে ফিরে গেলে রোহিঙ্গারা কী রকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন, সে সম্পর্তে ধারণা দিয়েছেন তারা।মিন্ট থোয়ে বলেন, ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে যারা তিন পুরুষ ধরে মিয়ানমারে বসবাস করেন, তারা েেত্র সুযোগ পাবেন।রাখাইন থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ৪৪০টি হিন্দু পরিবারকে ফেরত নিতেও রাজি হওয়ার কথা জানান মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব।মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলটি হিন্দু শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনেও যান।মিন্ট থোয়ে বলেন, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আলোচনা আরও হবে। বিষয়টি নিয়ে তাদের আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা হবে।

মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় ফেরার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আলোচনায় বসবে।

বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত ৬ কোটি মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। দেশের প্রায় ছয় কোটি মানুষ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত। এদের মধ্যে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী বি ভাইরাসে আক্রান্ত। এসব রোগীদের অনেকেরই কোনো এক সময় লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

রোববার (২৮ জুলাই) জাতীয় প্রেসকাবে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলে অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা স্টাডি অব লিভার ডিজিজেস বাংলাদেশ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ তথ্য উঠে আসে।

সভায় জানানো হয়, বিশ্বে হেপাটাইটিস বি ও সি মিলে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এখন ৩২৫ মিলিয়ন। হেপাটাইটিস বি ও সি নিয়ে নিয়ে বসবাস করলেও তাদের ৮০ শতাংশ মানুষ রয়েছে প্রতিরোধ, পরীা-নিরীা এবং চিকিৎসার বাইরে। প্রতিবছর ১০ জন রোগীর নয়জন রোগটির ধরন সম্পর্কে একেবারেই অবহিত না। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের জন্য বিশ্বমানের ওষুধ এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। তবে জটিলতা তৈরি করছে নানা কুসংস্কার। যার মধ্যে রয়েছে ঝাড়ফুঁক, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, গাছ-গাছড়ার রস খেয়ে চিকিৎসা দেওয়া।

অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন বলেন, হেপাটাইটিস বি বা সি চাইলেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। হেপাটাইটিস সি'র কোনো টিকা বের না হলেও তা চিকিৎসার মাধ্যমে পুরো সুস্থ হওয়া সম্ভব। তবে আমাদের দেশে এসব রোগ নিয়ে সচেতনার অভাব রয়েছে, সবাইকে সচেতন করলে আরও সফলতা আসবে।অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল বলেন, দণি-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এসডিজি অর্জনে আমাদের হেপাটাইটিস বি ভাইরাস নির্মূলে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে শিশুদেরেে ত্র ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে। আশার বাণী হলো আমরা ২০১৯ সালের মধ্যেই এটা অর্জনে সম হয়েছি। দেশে শিশুদের মধ্যে বি ভাইরাসে আক্রান্ত ১ শতাংশের নিচে। আমরা চেষ্টা করছি ২০৩০ সালের অনেক আগেই এসডিজির লয পৌঁছাতে।

ডা. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, শিশুর জন্মের পরপরই এ রোগের ভ্যাকসিন দিলে তারেে ত্র ৮০ শতাশের বেশি নির্মূল সম্ভব। এটা ভয়ের কিছু নেই, নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ নির্মূল সম্ভব।

ডা. হারুন অর রশিদ বলেন, আমাদের শরীরে ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি হলে আর্মি, বিডিআর কিংবা পুলিশ বাহিনীতে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। অথচ তার শরীরে হেপাটাইটিস ভাইরাস দেখা দিলে তাকে চাকরি দেওয়া হয় না। আবার অন্য চাকরিরেে ত্রও এমনটা ল্য করা যায়। এ নিয়মের পরিবর্তন হওয়া উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে হেপাটাইটিস মানে ভয়ের কিছু নেই। এ রোগের চিকিৎসা নিলে রোগ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা স্টাডি অব লিভার ডিজিজেস বাংলাদেশের সভাপতি ডা. সেলিমুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ডা. অরুণ জ্যোতি তরফদার, ডা. মো. আব্দুর রহিম, ডা. ফারুক আহমেদ, ডা. প্রভাত কুমার পোদ্দার, সাংবাদিক ডা. নুরুল ইসলাম হাসিব প্রমুখ।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সিনহাকে দেশে আনার চেষ্টা আইন মন্ত্রণালয় চাইলে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। আইন মন্ত্রণালয় চাইলে কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে দেশে আনতে কাজ করার কথা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।কানাডার গণমাধ্য জানিয়েছে, গত ৪ জুলাই ফোর্ট এরি সীমান্ত হয়ে সিনহা কানাডায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে তার রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জমা দেন।তার সঙ্গে স্ত্রী সুষমাও সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন।এর আগে গতবছর ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছিলেন এস কে সিনহা। এ সময় প্রিয়া সাহার ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, প্রিয়া সাহার ব্যাপারে হুট করে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। েেত্র তার অবস্থা বিবেচনা করা হবে। প্রিয়া সাহার বক্তব্যের পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের ইন্ধন আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে মন্ত্রী বলেন, এটা তার জানা নেই। সে ব্যাপারে প্রিয়া সাহাই ভালো বলতে পারেন।প্রিয়া সাহার বক্তব্য ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী 'ধর্মীয় স্বাধীনতায় অগ্রগতি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেত্রী (বহিষ্কৃত) প্রিয়া সাহা বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মৌলবাদীদের নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নিখোঁজ হয়েছেন।ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গত ১৭ জুলাই হোয়াইট হাউজে গিয়ে ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ওই অভিযোগ করেন প্রিয়া সাহা।নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক প্রমুখ।

বাংলাদেশের রাজশাহীতে সাংবাদিকের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় এক সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা চত্বরে এ হামলা হয় বলে গোদাগাড়ী মডেল থানার পরিদর্শক হাসমত আলী জানান।আহত আব্দুল বাতেন (২৯) গোদাগাড়ী উপজেলার আরিজপুর গ্রামের মাজেদ আলীর ছেলে। তিনি দৈনিক যায় যায়দিন, একাত্তর টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল পূর্বপশ্চিম ২৪.কম ও রাজশাহীর অনলাইন নিউজ পোর্টাল পদ্মা টাইমস ২৪.কম এর গোদাগাড়ী উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।আব্দুল বাতেন বলেন, বেলা ১১টার দিকে আমিন নামে এক লোক আমার মোবাইলে ফোন করে কথা আছে বলে উপজেলা পরিষদের গেটে যেতে বলেন। সেখানে যাওয়া মাত্রই 'আমার পিছনে লেগেছেন কেন' বলে আমিন আমাকে মারধর শুরু করে।পরে আমিন ও তার সহযোগী সানাউল্লাহসহ তিনজন লাঠি ও লোহার রড দিয়ে তাকে পিটিয়ে জখম করে বলে জানান তিনি।বাতেন বলেন, এ সময় তার চিৎকারে গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম এগিয়ে গেলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে চেয়ারম্যান তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

তিনি বলেন,আমিন ও সালাইদ্দিন আমার চেনা-পরিচিত। তাদের সঙ্গে আমার কোনো পূর্বশত্রুতাও নেই। সরল বিশ্বাসে আমি সেখানে গিয়েছি। তারা কেন আমার উপর হামলা করেছে তা আমার জানা নেই।হামলাকারী আমিনের বাড়ি উপজেলার ভগবন্দপুর হাটপাড়া গ্রামে। আর সালাউদ্দিনের বাড়ি শ্রীমন্তপুর। তারা দুইজন মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে বাতেন দাবি করেছেন।

পরিদর্শক হাসমত আলী বলেন, আব্দুল বাতেনের সঙ্গে কথা বলে হামলাকারীদের সনাক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ২৯২১ ডেঙ্গু রোগী, সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছেন ৮৭২৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন ২ হাজার ৯২১ জন রোগী। ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৮ জন এবং সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন ৮ হাজার ৭২৫ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্টোলরুম থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে বলে রোববার (২৮ জুলাই) জানিয়েছে তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি)।শনিবার সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ৪৮৩ জন, বেসরকারি হাসপাতাল ও কিনিকে ২০০ জন এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৪১ জনসহ ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮২৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। বছরের প্রথম পাঁচ মাস ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কম হলেও জুন ও জুলাই মাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্টোলরুম।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে লিভার সুরক্ষায় রাজধানী আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপি-জামায়াত পদ্মাসেতু নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে : সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি বলেছেন, শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে পদ্মাসেতু যখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে তখন মানুষের মাথা লাগবে বলে বিএনপি-জামায়াত প্রচারণা চালাচ্ছে।

রোববার (২৮ জুলাই) দুপুরে নীলফামারী পৌরসভা মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।তিনি বলেন, আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে ইয়াহিয়া, আইয়ুব খান, মোনায়েম, জিয়া ও এরশাদরা কম চেষ্টা করেনি। তবে আওয়ামী লীগ ধ্বংস হয়ে যায়নি। কারণ আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী এবং তারা স্বার্থহীনভাবে দল করে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদের সভাপতিত্বে বর্ধিত সভার উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন এমপি। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন- সদর আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর এমপি। প্রধান বক্তা ছিলেন- আওয়ামী লীগের রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল হক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ওষুধ ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বর মোকাবিলায় কার্যকর ওষুধ ছিটাতে ঢাকার দুই সিটি মেয়র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রবল বন্যা ও মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু সরকারের কাজ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্যা ও ডেঙ্গু মোকাবেলায় সরকার সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।কাদের আরো বলেন, ডেঙ্গু আতঙ্ক দূর করতে সারাদেশে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে।

তিনি রবিবার রাজধানীর ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ-কমিটির উদ্যোগে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে এ কথা জানান।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, বিজ্ঞাণ ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এডভোকেট আফজাল হোসেন, শিা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুননেসা ইন্দিরা, কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সংসদের সদস্য মির্জা আজম ও আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ যে কোন ধরনের দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে থাকে। এ দল কখনো ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করে না।তিনি বলেন, দেশের ১৮ টি জেলায় বন্যায় লোকজন বেশি তিগ্রস্ত হয়েছে। বিএনপির নেতারা ত্রাণ বিতরণের নামে লোক দেখানো ফটোসেশন করে আর গুজব ছড়াচ্ছে।এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু বন্যার সময়ই দুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণই বিতরণ করবে না, তাদের পুনর্বাসন পর্যন্তও তাদের পাশে থাকবে।

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন, বেগম জিয়া দেড় বছর ধরে কারাগারে থাকলেও তার মুক্তির জন্য দলটি তেমন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।তিনি বলেন, বিএনপির ডাকে জনগন আর সাড়া দেবে না। কারণ তাদের নেতিবাচক রাজনীতির জন্য জনগণ আর তাদের বিশ্বাস করে না।দেশ সংকটে রয়েছে বলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের করা অভিযোগের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন, বিএনপি সংকটে আছে, দেশ সংকটে নেই। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী ও তাদের মদতদাতাদের শাস্তির বিষয়ে তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হবে না। তবে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কিছুটা সময় নেয়া হচ্ছে।আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ-কমিটির উদ্যোগে বন্যা কবলিত জেলার জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ সময় দশ হাজার প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চিকিৎসা-অবহেলায় খালেদা জিয়ার মৃত্যু হলে

সরকার দায়ী হবে: রুহুল কুদ্দুস দুলু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অসুস্থ। চিকিৎসার অবহেলায় তার মৃত্যু হলে সে দায় সরকারকেই নিতে হবে।

রোববার (২৮ জুলাই) বেলা ১১টায় নাটোরের আলাইপুরে দলের কার্যালয়ে জেলা বিএনপির নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির প্রথম পরিচিতি এবং মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

দুলু বলেন, খালেদা জিয়াকে কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। আমরা আশঙ্কা করছি এর পেছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র আছে। আমরা সাফ জানিয়ে দিতে চাই- দেশনেত্রীর যদি কোনো প্রকার শারীরিক তি হয়, এর দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। জেলা

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে সহজভাবে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৮।। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বিচারপ্রার্থীদের সহজে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের প্রতি আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসাইনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের একটি প্রতিনিধি দল রবিবার বিকেলে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন বলেন, স্যাাতকালে রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপ্রার্থীদের সহজে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বিচারকদের আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাছে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সামগ্রিক কর্মকান্ড আরো বেগবান করতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রশংসা করেন।প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন যে, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আদালতে সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, বিশেষ করে ৫ বছরের পুরনো অনিষ্পত্তিকৃত মামলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণ করা হয়েছে।রাষ্ট্রপতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রধান বিচারপতি ও প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার, বিচারপতি তারিক উল হাকিম, বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ, বিচারপতি মো. আসফাকুল ইসলাম, বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি নাইমা হায়দার। রাষ্ট্রপতির দফতরের সংশ্লিষ্ট সচিবগণ এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলুর পাকোড়া

অতিথি আপ্যায়ন কিংবা বিকালের নাস্তায় দারুণ একটি পদ।

উপকরণ ঃ আলু (মাঝারি আকার) ২টি। পেঁয়াজ ১টি। কাঁচা মরিচ ২ টি কুচি করা। ধনেপাতা ১ টেবিল চামচ। লালমরিচ-গুঁড়া আধা চা চামচ। তাজা জিরাগুঁড়া আধা চা চামচ। বেসন ৩ টেবিল চামচ। চালের গুঁড়া ১ চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। তেল ভাজার জন্য। জল খুব সামান্য।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে আলুর খোসা ছাড়িয়ে কুচি কুচি করে আলু

ভাজির মতো কেটে, চা চামচ লবণ দিয়ে মাখিয়ে এক ঘন্টা রেখে দিন।

বাকি উপকরণ কেটে তৈরি করে রাখুন। এখন জল দিয়ে আলু ধুয়ে ভালো করে চেপে চেপে জল ঝরিয়ে আলু ও অন্যান্য উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে অল্প অল্প আলুর মিশ্রণ নিয়ে পাকোড়ার আকার বানিয়ে তেলে ছাড়ুন। মাঝারি আঁচে বাদামি করে ভেজে তুমুন। সসের সঙ্গে পরিবেশন করুণ।

বাঁধাকপির পকোড়া

শীতের সবজি দিয়ে বিকালের নাস্তা।

উপকরণ ঃ বাঁধাকপির পাতা ৩,৪টি। টেম্পুরা ফ্লাওয়ার আধা কাপ (বাজারে পাবেন) অথবা বেসন ও চালের গুঁড়ার মিশ্রণ। লাল মরিচ-গুঁড়া আধা চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। ডুবো ভাবে ভাজার জন্য পরিমাণ মতো তেল।

পদ্ধতি ঃ বাঁধাকপির পাতা বেগুনের মতো সমান ও লম্বা করে কেটে নিন। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল দিয়ে টেম্পুরার ব্যাটার বা মণ্ড তৈরি করুণ। খেয়াল রাখবেন যেন খুব বেশি পাতলা বা ঘন না হয়। লবণের পরিমাণ স্বাদ বুঝে দিন।

কারণ, টেম্পুরা ফ্লাওয়ারে লবণ মেশানো থাকে। মাঝারি আঁচে তেল গরম করে একটা একটা করে পাতা মণ্ডতে মাখিয়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে পেপার টাওয়েলের ওপর উঠিয়ে রাখুন।

এইভাবে সবগুলো ভেজে নিন। বেসনের মণ্ড যেভাবে তৈরি করবেন ঃ আধা কাপ বেসনে ১ মুঠ চালের গুঁড়া, আধা চা চামচ বেইকিং সোডা, স্বাদ মতো লবণ মরিচগুঁড়া এবং ১ চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা মিশিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে মণ্ড তৈরি করে নিন।

মাছের কাবাব

পোলাও কিংবা ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য দারুণ একটি পদ।

উপকরণ ঃ যে কোনো বড় মাছের টুকরা ৫, ৬টি। আলু সিদ্ধ ৩টি (মাঝারি)। কাঁচামরিচ-কুচি ৪টি। গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ। আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ করে। পেঁয়াজকুচি ২ টি। লাল মরিচ-গুঁড়া আধা চা চামচ। ভাজা ধনে ও জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ করে। গরম মসলা আধা চা চামচের কম। ধনেপাতা কুচি১ মুঠ। হলুদগুঁড়া আধা চা চামচ। লবণ স্বত্রাদ্রদ মতো। ডিম ২ টি (একটি কিমায় দিতে হবে, অপরটি ফেটে রাখুন কাবাব ভাজার আগে গড়িয়ে নেওয়ার জন্য)। বিস্কুটের গুঁড়া অথবা ওটস ২ কাপ। ভাজার জন্য তেল পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে মাছের টুকরাগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে লবণ, লেবুর রস ও সামান্য হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। ঠাণ্ডা হলে মাছের কাটা বেছে নিয়ে কিমা করুণ। আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে চটকে নিন। তারপর পেঁয়াজকুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি সব বাটিতে নিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এতে মাছের কিমা, আলু ভাজার মসলাগুঁড়া, গরম মসলাগুঁড়া, আদা ও রসুন বাটা, লবণ মরিচ ও গোলমরিচের গুঁড়া সব এক সঙ্গে ভালো করে হাত দিয়ে মেশাতে হবে। তারপর ডিম ফেটে দিয়ে মিশিয়ে নিন। এখন হাতে পরিমাণ মতো মিশ্রণ নিয়ে পছন্দ মতো আকারে কাবাব বানিয়ে নিন। সব বানানো হলে ফ্রিজে ২০ থেকে ২৫ মিনিটে সেট হওয়ার জন্য রেখে দিন। একটি ডিম ফেটিয়ে নিন। তাতে একটা একটা করে কাবাব ডুবিয়ে, বিস্কুটের গুঁড়া অথবা ওটসে গড়িয়ে নিন। এভাবে সবকটা কাবাব ডিম ও বিস্কুটের গুঁড়ায় গড়িয়ে আবার ২০ থেকে ২৫ মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। কিংবা আরও বেশি সময়ও রাখতে পারেন। এরপর যখন খাবেন, তার আগে বের করে গরম ডুবো তেলে সোনালি রং করে ভেজে তুলুন। কিচেন টিস্যুর উপর রাখুন যেন অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। পরিবেশন পাত্রে সাজিয়ে সস কিংবা পোলাও বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ

পুরুষের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার এবং মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের দেশের অবস্থাও অনুরূপ। ব্যাপক ও অবাধ ধূমপান, খাবারের মেনুতে চর্বিযুক্ত খাবারের আধিক্যের জন্য এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যজ্ঞান সম্বন্ধে অসচেতনতার জন্য দুটি রোগ বেড়ে যাচ্ছে. ফুসফুসের ক্যান্সার এবং চিকিৎসার অগ্রগতির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান লাভের নেশায় সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের আমন্ত্রণে দুই সপ্তাহের জন্য সেখানে অবস্থান করি। ক্যান্সার একটি মারাত্মক জটিল ব্যাধি। জটিলতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এইডসের পরেই ক্যান্সারের স্থান। ক্যান্সার হল শরীরের কোষকলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকৃতি। বিজ্ঞানীরা চিৎিসাবিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার দাবি করলেও আজ পর্যন্ত ক্যান্সারের যথাযোগ্য প্রতিষেধক উদ্ভাবন করতে পারেননি। আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সফলতা এতদিন অর্জন করেছেন তা বেশিরভাগই জীবাণুঘটিত রোগের ক্ষেত্রে। অ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে যক্ষ্মাসহ যেকোনো জীবাণুঘটিত রোগের নিরাময় মানুষের কাছে এখন খোলামেলা ব্যাপার। কিন্তু যে রোগের জীবাণুই নেই, সেখানে করার কি আছে?

এখানেই এতদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ছিলেন নিরুপায়।

সিঙ্গাপুরের ক্যান্সার সেন্টারে কাজ করে মনে হয়েছে, ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসার নাটকীয় সাফল্য অর্জিত হতে যাচ্ছে। ফুসফুসের ক্যান্সার ফুসফুসের ক্যান্সার অনেক ধরনের হয়ে থাকে। তবে আজকাল চিকিৎসার সুবিধার জন্য ফুসফুসের ক্যান্সারকে আমরা দুই ভগ করে থাকি। স্মল সেল লাং ক্যান্সার ওনন স্মল লং ক্যান্সার এ দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি আমরা। স্মলসেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসার খরচ বেশ কম। ক্যাম্পটো নামে ওষুধটি প্রয়োগ করে এর চিকিৎসায় বেশ ভালো ফলপাচ্ছি। আরননস্মল সেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসায় বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে টেক্সোটিয়ার নামে ওষুধ। তবে এটি মোটামুটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। টেক্সোটিয়ার আর সিসপ্ল্যাটিনের মিলিত ব্যবহার নন স্মলসেল লাং ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাপক সাফল্য বয়ে নিয়ে এসেছে। টেক্সোটিয়ার এই শতাব্দীতে ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বিস্ময়কর অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে ক্যান্সার নিরাময়ে কেমোথেরাপি ও বিকিরণ চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে। এই ধারার চিকিৎসায় রোগীর খারাপ কোষের সাথে সাথে ভালো কোষও মরে যায়, কিন্তু নতুন চিকিৎসায় শুধু ক্যান্সার সংক্রান্ত টিসুই লক্ষ্যবস্তু হবে। অর্থাৎ কেবল খারাপ কোষই মারা পড়বে, ভালো কোষের কোনো ক্ষতি হবে না। এই চিকিৎসায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম এবং এতই সম্ভাবনাময় যে, ক্যান্সার হয়তঅদূর ভবিষ্যতে জীবাণুঘটিত রোগের মতো চিকিৎসাযোগ্য হয়ে উঠবে। ট্যাক্সোটিয়ার নামে ওষুধটি ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রথম ও দ্বিতীয়পর্যায়ের চিকিৎসা হিসেবে প্রচলিত চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। মানুষ যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, এই উদ্ভাবন আবিষ্কারগুলো তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

তবে ফুসফুসের ক্যান্সার যাতে না হতে পারে তার দিকেই বেশি খেয়াল রাখতে হবে। ফুসফুসের ক্যান্সার একটি প্রতিরোধ্যযোগ্য ব্যাধি। কারণ ধূমপান পরিহার করলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। যে যত বেশি মাত্রায় এবং বেশি দিন ধরে ধূমপান করবেন তার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও তত বেশি হবে। ধূমপানের মধ্যেও আবার কিছু ব্যাপার রয়েছে, যা এই রোগের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে দেওয়া, একটি সিগারেটকে হাতের আঙুলের ফাঁকে না রেখে ঠোঁটের মধ্যে রেখে নিশ্বাস গ্রহণ করা, নেভানো সিগারেট আবার জ্বালিয়ে খাওয়া এবং সিগারেট খেতে খেতে একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে খাওয়া ইত্যাদি। যা হোক, ক্যান্সার চিকিৎসায় আমাদের দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদত্মরা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। ক্যান্সারের নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের ফলে এখন আর রোগীদের বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রয়োজন নেই।

দেশে থেকেই ফুসফুসের ক্যান্সারের যুগান্তকারী ওষুধ ও চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক সুখি চিত্ত আশা প্রকাশ করেছেন, এখন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আর সিঙ্গাপুর দৌড়াদৌড়ি করার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে।

শীতে পা ভালো রাখতে সোল থেরাপি

সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধুমাত্র মুখেরত্বকের পরিচর্য বা কেশচর্চা নয়, তার মধ্যে আপনার পদযুগলও পড়ে। ঠিকঠাক পরিচর্যা না করলেই সর্বনাশ। দিনের পর দিন যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ে পা দুটি। কিভাবে পায়ের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় সে সঙ্গে শরীর এবং মনকেও উজ্জীবিত করে তোলা যায়। তারই খোঁজ মিলবে সোল থেরাপি তে।

যাদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় বা কাজের সুবাদে সারাদিনই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, তাদের পায়ের উপর চাপ বেশি পড়ে। মাসল স্টিফ হয়ে যায়, টান ধরে। চেয়ার বহুক্ষণ বসে কাজ করার পর ব্যাক পেনের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়ি আমরা।

স্পন্ডালাইটিসের সমস্যায় ভোগেন, কেউ কেউ। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার কাজ করা, টিভি দেখার ফলে চোখের সমস্যা নিত্যদিনের ব্যাপার। মাথা ব্যাথায় একেবারে কুপোকাত অবস্থা। ফুড হ্যাবিট ঠিকঠাক না থাকার ফলে স্টমাকে অ্যাসিডিটি, ঠান্ডা লেগে সাইনাস, মাইগ্রেন-এর সমস্যায় জেরবার হয়ে জোগাড়। এই ধরনের নানা সমস্যার সমাধানে সোল থেরাপি একবারে অব্যর্থ ওষুধ।

আমাদের শরীরে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সে সবকিছুই সোল অর্থাৎ পায়ের তলায় রয়েছে এ তথ্য বোধহয় অনেকেরই অজানা। সোল থেরাপি মূলত হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত করা হয়। যার যা সমস্যা সেই অনুযায়ী ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ডিপ মাসল টিস্যুর সার্কুলেশনের উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি টেনশন কমাতে সাহায্য করে। রিল্যাক্সেশানের কাজ করে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। মূলত সুইডিস ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, রিফ্লেকসোলজি এবং হট স্টোনথেরাপি দেওয়া হয় সমস্যা বুঝে। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই ম্যাস্যাজের দরুণ আমরা কিকি সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি---

সুইডিস ম্যাসাজ--- এটি একটি কমন ম্যাসাজ। এই ম্যাসাজ মাসলকে রিল্যাক্স করে, ক্লান্তি দূর হয় সে সঙ্গে শরীরের যাবতীয় ব্যথা বেদনা থেকে মুক্তি মেলে।

ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ--- মাসল এর ওপর বেশি জোর দিয়ে বা চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেশন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ টিস্যু ম্যাসাজও বলা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেসন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ ম্যাসাজও বলা হয়। রিফ্লেকসোলজি--- আমাদের শরীরের যে যে অঙ্গে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার নার্ভ পায়ের তলায় ঠিক কোনো জায়গায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে ঠিক পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রেশার দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পায়ের একটা ম্যাসাজ সারা শরীরকে রিল্যাক্স করে। হট স্টোন থেরাপি— স্টোনকে গরম করে সেটা দিয়ে পায়ের তলায় ম্যাসাজ করা হয়। সে সঙ্গে হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত গরম স্টোন রাখা হয়। হাত বা পায়ে ব্যথা হলে আমরা অনেকেই গরম সেঁক নিয়ে থাকি। এক্ষেত্রেও সে কাজটি হয়। বেসল স্টোন পেশিতে হিট জেনারেট করে। নার্ভাস সিস্টেমকে ভালো রাখতে হট স্টোন থেরাপি এককথায় অনবদ্য।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা

শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুরখাবার, খাবারেরর পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরির জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

সঠিক — তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শালদধু আসে তত্তুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে। এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার ছোট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেরিতে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু কান্নাকাটি করলে মনে হয় যে তার ক্ষুধা পেয়েছে।

সঠিক— নবজাতক অনেক কারণে কান্নাকাটি করে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পরপরই পৃথিবীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার একটু সময়ের দরকার হয়। এছাড়া সে মায়ের কোলে বা বুকে থাকতে চায়, অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডার কারণেও কান্নাকাটি করতে পারে। কান্নার স ঠিক কারণ খুঁজে বের করা অবশ্যই দরকার। শুধু ক্ষুধার জন্য কান্নাকাটি করে, এমনটি ভাবা উচিত নয়।

ভুল ধারণা— মা শাকসবজি ডাল বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা ঝোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হয় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া প্রসবের পরপরই যদি মা এই খাবারগগুলো খান তবে শরীরের রস বা জরায়ু শুকাতে দেরি হয়, তাই শুকনো রুটি, শুধু লবণ বা ভর্তা দিয়ে খেতে দেয়া উচিত।

সঠিক--- মায়ের খাদ্যভ্যাসের কারণে বুকের দুধের পরিবর্তন হয় না, যেমন—মা সাধারণ মশলাযুক্ত খাবার, শাক সবজি ফল, মাছ মাংস যাই খান না কেন, তার কারণে শিশুরক কোনো ক্ষতি হয় না, বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই কোনো মায়ের বেছে খাওয়া উচিত নয়। বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন।

প্রতি বেলা স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে একবাটি সবজি এক বাটি ডাল ও পোয়া বাটির বেশি খাবেন। এছাড়া দেশি ফল খাবেন। জলও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাওয়া যাবে এবং দিনে ৮ গ্লাস জল পান করবেন।

ভুল ধারণা--- সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশু প্রথম ২ থেকে ৩ দিন ভালোভাবে বুকের দুধ পায় না বা দুধ খাওয়াতে পারেন না। এছাড়া ওষুধ খাওয়ার কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ চিপে বের করে চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওষুধে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায় না।

ভুল ধারণা— বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের ঝোল, শিং মাছের ঝোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক--- মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে।

ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিকর।

সঠিক--- প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিকর নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার অভ্যাস করানো উচিত নয়। বরং এসবের পরিবর্তে মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল, ঘরে তৈরি খাবার শিশুকে দেয়া উচিত।

ভুলধারণা— একটু বেশি বিরতি দিয়ে বুকের দুধ খাওয়ালে বুকে অনেক দুধ জমবে এবং শিশু বেশি দুধ পাবে। বুক ভারি না হলে বা নরম থাকলে বুকে দুধ কম আছে ধরে নিতে হবে। সঠিক— শিশুরা যখনই খেতে চাইবে তখনই বুকের দুধ দিতে হবে।

রবিবার সোনারপুরে দুর্ঘটনায় পরে রাজ্যের একটি যাত্রী পরিবাহী বাস। ছবি- নিজস্ব।

পরিবেশ সুরক্ষায় বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৮ জুলাই (হি. স.) : পরিবেশ সুরক্ষায় গাছ লাগানো ও জল সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে রবিবার বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করল বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতি ও জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ।
পরিবেশ সুরক্ষায় ও পরিবেশ দূষণ রোধে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে জনপথে সচেতনতার প্রচারের সরকারি ও বেসরকারি স্তরে নানা উদ্যোগ থাকলেও এবিষয়ে অধিকাংশ মানুষ আজও উদাসীন। সরকারি প্রচারেও বিশেষ কাজ হয়নি। বাস্তব এই পরিস্থিতিতে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাল অনুশীলন সমিতি, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের মত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বাড়িতে ফাঁকা জায়গা রেখে সেখানে গাছ লাগানো, জলের অপচয় বন্ধ করা, বৃষ্টির জল ধরে রেখে তার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে বাড়ির মহিলাদের অবহিত করেন সমিতির সদস্যরা।
বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন মানব সমাজকে কি ভয়ংকর পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সচেতন করা হয়। বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতির সম্পাদক প্রদীপ নাগ জানান, 'কিছু মানুষ এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হলেও বেশিরভাগ মানুষই উদাসীন, তাঁদের মধ্যে সচেতনতা আনতে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি বলেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বায়ুমন্ডলে দারুণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, অল্পবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, কোথাও আবার মরুভূমির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় বৃক্ষরোপণ ও গাছ কাটা বন্ধ করা।
অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে এদিন সকালে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রা শেষে ইন্দারাগোড়া, রানীগঞ্জ মোড়, রাসতলা প্রভৃতি এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানো হয়। তিনি বলেন, 'গতকাল জগদল্লা গ্রামেও এই প্রচার চালানো হয়েছে।'
অপরদিকে, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে জুনবেদিয়া গ্রামে এই প্রচার চালানো হয়। জুনবেদিয়া ইয়ুথ ক্লাবের সামনে সমবেত হয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়।বাড়ি বাড়ি প্রচারে সংঘের সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় স্কুল কলেজ পড়ুয়ারাও যোগ দেন। সংঘের সম্পাদক রবীন মন্ডল, সৌরভ বসু সহ কর্মকর্তারা গাছ লাগানো, জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করেন।

১৪ বিদ্রোহী বিধায়কের যোগ্যতা খারিজ করলেন কর্ণাটকের স্পিকার

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুলাই (হি. স.) : কর্ণাটকের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে নাটক চলছেই। আস্থা ভোটের ঠিক একদিন আগে রবিবার ১৪ বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস-জেডিএস নেতার বিধায়কের যোগ্যতা খারিজ করে দিলেন স্পিকার কে আর রমেশ। স্বাভাবিকভাবেই আর কংগ্রেস-জেডিএস জোটের সরকার গড়ার কোনও রাস্তাই খোলা থাকল না। আর একদিকে, সংখ্যালঘু সরকার গড়ার সম্ভাবনাও কমে গেল বিজেপির। রোশন বেইগ, আনন্দ সিং, এইচ বিশ্বনাথ, এস টি সোমাশেখর সহ মোট ১৪ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়কের পদ খারিজ হয়ে গেল এদিন। এই বিধায়কেরা ১৫তম বিধানসভার মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে লড়তে পারবেন না বলেও এদিন জানিয়ে দিয়েছেন স্পিকার।
গত শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন বি এস ইয়েদুরাপ্পা। এদিকে আচমকাই আজ বেঙ্গালুরুতে স্পিকার রমেশ কুমার বললেন, '১৩ জনের বিধায়ক পদ বাতিল করা হয়েছে।' এমনকী, কংগ্রেস বিধায়ক শ্রীমন্ত পাতিলেরও বিধায়ক পদ খারিজ হয়েছে। ১৪ জনের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেসের ১১ এবং জেডিএস-এর ৩ বিধায়ক। তাঁরা হলেন প্রতাপ জি পাতিল, বিসি পাতিল, এস হেব্বার, এসটি সোমশেখর, এম নাগরাজ, শ্রীমন্ত পাতিল এবং জেডিএস-এর এইচ বিশ্বনাথ, কে গোপালাইয়া, নারায়ণ গৌড়া। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ২২৫ আসনের কর্ণাটকে মোট সদস্য সংখ্যা এই মুহূর্তে দাঁড়াল ২০৮। ওই সংখ্যার মধ্যে স্পিকার এবং মনোনীত সদস্যও রয়েছেন। এর আগে এক নির্দল বিধায়কের পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ম্যাজিক ফিগার দাঁড়াচ্ছে ১০৫। এদিনের ঘোষণার পর স্পিকার কে আর রমেশ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা আমাকে আগামীকাল আস্থা ভোটের তদারকি করতে বলেছেন। আগামী ৩১ জুলাই বাতিল হয়ে যাবে অর্থবিল। আমি সকল বিধায়ককে আস্থাভোটের অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন করছি।' এরপরই ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বললেন, 'আমরা কোথায় পৌঁছেছি? পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমার ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে (কর্ণাটকের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে)। এই সমস্ত বিষয় আমাকে হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

সিকিমে দেখা মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই (হি.স): উত্তর সিকিমে দেখা মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। প্রায় দু'বছর পরে ফের ট্র্যাপ ক্যামেরা বন্দি হল পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০ মিটার উঁচুতে দেখা গেছে এই বাঘ। বাঘ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাংগোলাখায় প্রচুর পরিমাণে বাঘের প্রিয় খাবার চমরি গাই রয়েছে। সম্ভবত এই খাবারের টানেই পাহাড়ের এত উঁচুতে এসে আস্তানা গেড়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এর আগে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি লাভার কাছে দেখা গিয়েছিল একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে।
গত ডিসেম্বরে নেওড়া ভ্যালি এলাকায় দেখা গিয়েছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এবং এবার দেখা গেছে পাংগোলাখায়। এই দু'টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার একই বাঘ কি না এখন সে ব্যাপারেটাই খতিয়ে চালাচ্ছেন বন দফতরের কর্মীরা। কারণ গত ছ'মাসে ওই এলাকায় নতুন করে কোনও বাঘের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। সিকিম বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এর আগে গত বছর ৬ ডিসেম্বর ট্র্যাপ ক্যামেরায় দু'বার ধরা পড়েছিল বাঘের ছবি। তবে তারপরে আর তাদের হদিশ মেলেনি। কিন্তু এ বার উত্তর সিকিমের ওই জঙ্গল এলাকায় লাগানো ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে রয়্যাল বেঙ্গলের ছবি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেক এত উঁচুতে বাঘের সন্ধান মেলায় স্বভাবতই খুশি বন দফতরের কর্মীরা।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের জের : পাড়ুইয়ে সাসপেন্ড পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর

সিউড়ি, ২৮ জুলাই (হি. স.) : মল্লারপুরের পর পাড়ুই, সাসপেন্ড হলেন আরও এক পুলিশ আধিকারিক। বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর, পথ অবরোধ, তৃণমূল কর্মীদের মারধর- একের পর এক ঘটনার জেড়ে গত কয়েকদিনে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পাড়ুইয়ের হাটইকরা গ্রাম। তারই জেড়ে বিজেপির আটজন ও তৃণমূলের ছয়জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সাসপেন্ড করা হয়েছে পাড়ুই থানার এক সাব ইন্সপেক্টরকে।
রবিবার ধৃত ১৪ জনকে সিউড়ি আদালতে তোলা হয়। পাড়ুই থানার পুলিশ দু-পক্ষের মোট চারজনকে সাত দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানায়। বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। বাকিদের চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি আইনজীবি অসীম কুমার দাস বলেন, 'পৃথক দু'টি কেসে চোদ্দ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিচারক চারজনকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের এবং বাকিদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে সিউড়ি-২ ব্লকের হাটইকড়া গ্রামের বাসিন্দা বিজেপির বিস্তারক সনৎ দাসের বাড়ি ভাংচুর এবং তাঁর অসুস্থ মা-কেও মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরের দিনই ওই গ্রামে যান বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা ছিল গ্রামে। এরই মধ্যে শনিবার সকালে তৃণমূলের বাইক বাহিনী গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অভ্যোগ করে হাটইকড়া ব্রিজের কাছে সিউড়ি বোলপুর রাস্তা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে যায় পারুই থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ উঠে যায়। ঠিক সেই সময়ই ওই রাস্তা দিয়ে তিনটি বাইকে করে ফের তৃণমূল নেতা রাজু মুখোপাধ্যায়, অবিনাশপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তাপস দাস সহ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখে ফের উত্তেজিত হয়ে ওঠেন হাটটিকরার বিজেপি কর্মীরা। পুলিশের সামনেই বাঁশ, লাঠি দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয়। চলে বেধরক মারধর। পাঁচজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। তৃণমূল বাইক মিছিলের কথা অস্বীকার করে। তাদের পালটা দাবি, দলের কর্মীরা সিউড়ি থেকে বাড়ি যাচ্ছিল, বিনা প্ররোচণায় তাদের মারধর করেছে বিজেপি। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত ডিএসপির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রামে যায়। দুপক্ষই থানায় অভ্যোগ দায়ের করে। পাড়ুই থানার পুলিশ মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে আটজন বিজেপি কর্মী। বাকি ছয়জন তৃণমূলের। এদিকে পুলিশের সামনে শনিবার যেভাবে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল তাতে প্রশ্নের মুখে পরে পুলিশের ভূমিকা। তারই জেড়ে পাড়ুই থানার এক সাব ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং জানিয়েছেন, 'চোদ্দজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন এসআইকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

রবিবার বিজেপি সভ্যপদ সংগ্রহ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

আওয়াজ সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভা থেকে সম্প্রীতির ডাক

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি. স.) : কলকাতার ইরানী সোসাইটি হলে হয়ে গেল ''আওয়াজ সংগঠন''-এর রাজ্য কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা। রবিবারের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সাংসদ সর্দার আমজাদ আলি। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক সহিদুল হক, ড: ফুয়াদ হালিম, প্রাক্তন উপাচার্য ড: অশোকনাথ বসু, জেলা সম্পাদক ও রাজ্য নেতৃত্ব মামুদ হোসেন সহ রাজ্যের ২৩টি জেলার কর্মকতা ও প্রতিনধিবৃন্দ। সারা দেশ জুড়ে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এবং সংখ্যালঘু ও দলিতদের ওপর অসহিষ্ণুতা ও গণপিটুনির তীব্র নিন্দা করেন এদিনের সভার বক্তারা।
'পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও সম্প্রতি এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো রক্ষায় সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে জেলা ও ব্লক স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। রাজ্যস্তরেও বড় আন্দোলন সংগঠিত হবে', এদিনের সভায় বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে এমন মন্তব্যই। সভার পরে ''রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা জঙ্গি তৈরি নয়, শিক্ষা প্রসারে ব্রতী'' শীর্ষক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য্য, ছয়ের পাতায়

কোচবিহারে রহস্যজনক ধাতব জার উদ্ধার, গ্রেফতার ২

কোচবিহার, ২৮ জুলাই (হি.স): রহস্যজনক ধাতব জার উদ্ধার হল কোচবিহারে। হলদিবাড়ি এলাকায় ধাতব জার সহ এক বাংলাদেশি যুবক ও তার গাড়ি চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধাতবটি পরীক্ষা করতে রবিবারই হলদিবাড়ি যায় সিআইডির বিশেষ প্রতিনিধি দল।
জানা গেছে, কলকাতার বাসিন্দা এক ব্যক্তি ওই জারটি দিয়ে ধৃত সামিউলকে হলদিবাড়ি পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল হলদিবাড়িতে এক ব্যক্তির কাছে জারটি পৌঁছে দেওয়া। সেই মতো একটি ইনোভা গাড়ি করে জারটি নিয়েই হলদিবাড়ি আসছিলেন সামিউল। নাকা চেকিংয়ের সময় ধরা পড়ে সে ও তার গাড়ির চালক। এরপরই ধৃতের কাছে থাকা একটি জার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশেরা জানতে পারেন, সামিউল আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা। বাড়ি বাংলাদেশের নীলফামারী এলাকায়।
তদন্তকারী অফিসারদের বক্তব্য, ধাতব ওই জারে তেজস্ক্রিয় কোনো রাসায়নিক থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তবে জারটিকে আপাতত বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা দফায় দফায় হলদিবাড়ি গিয়ে জারটি পরীক্ষা করেছেন। জারটি পরীক্ষা করতে রবিবারই হলদিবাড়ি যায় সিআইডির বিশেষ দল। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্ভালকার জানিয়েছেন, বিষয়টি তারাও বুঝতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সামিউল বা কলকাতার ওই ব্যক্তি কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রাক শতবর্ষ উদযাপনে কুমারটুলি যাত্রা শুরু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের

কলকাতা,২৮ জুলাই (হি.স.): ১৯২০ সালের ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।আর কুমারটুলি পার্কেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম অনুশীলন হয়উএই বছর ১০০ বছরে পা দিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবউ তাই, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক শতবর্ষ উদযাপনে সামিল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাউ আজ রবিবার লাল-হলুদ জার্সি পরে কুমারটুলি পার্ক থেকে পদযাত্রা শুরু হয় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উ
শতবর্ষের মূল পর্বের অনুষ্ঠান অবশ্য ১ অগাস্ট। ১৯২০ সালের ১ অগাস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে আগামী ১ অগাস্ট ক্লাবের শতবর্ষের মূল অনুষ্ঠান উদযাপন হবে। তার আগেই প্রাক শতবর্ষ উদযাপনে সামিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবউলাল-হলুদের আভা ছড়িয়ে গেল তিলোত্তমার গলি থেকে রাজপথে।এই আভা শুধু লাল বা হলুদ উজ্জ্বল

ডাক্তারকে আটকে রেখে মোবাইল হাতিয়ে পালাল চোর

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি.স): ডাক্তারকে আটকে রেখে মোবাইল হাতিয়ে পালাল চোর। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা মেডিকেল কলেজের হস্টেলে। ঘটনার পর পুলিশের কাছে হস্টেলের সিসিটিভি ফুটেজ তুলে দিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। চোরের খোঁজে এখন তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এবিষয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল ইন্দ্রনীল বিশ্বাস জানান, সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশকে আমরা দিয়েছি।
ছয়ের পাতায়

মালদায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার দুষ্কৃতী গ্রেফতার

মালদা, ২৮ জুলাই (হি.স): মালদায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা হল নাসিব শেখ, আমানাতুল্লা, জামিরুল শেখ ও হাসিউর শেখ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি পাইপগান, এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ, একটি সোনার চেন ও একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। রবিবার ওই চার দুষ্কৃতীকে জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।
গত ২৩ জুলাই মালদা শহরের ঝলঝলিয়া ও মালঞ্চপল্লি এলাকায় ডাকাতি করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ তদন্তে নামে। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে ধৃতদের শনাক্ত করে পুলিশ। গতরাতে কালিয়াচক ও মহদিপুর এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত হাসিউর শেখ মহদিপুর এলাকার এবং বাকিরা কালিয়াচক থানার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

হৃষিকেশের পথে গাড়ির ওপর ধসে পড়ল বোল্ডার, মৃত ৪ তীর্থযাত্রী

গাড়োয়াল (উত্তরাখন্ড), ২৮ জুলাই (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়াল জেলায় বাগাদ্ধারের কাছে হৃষিকেশ-গঙ্গোত্রীর পথে ৯৪ নম্বর জাতীয় সড়কে রবিবার বিকেলে তীর্থযাত্রীদের একটি গাড়ির ওপর ধসে পড়ে বোল্ডার। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে এসডিআরএফ (রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী)।
এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ হৃষিকেশ-গঙ্গোত্রীর তীর্থযাত্রাপথে ৯৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর আচমকাই ধসে পড়ে একটি বোল্ডার। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল তীর্থযাত্রীদের ওই গাড়িটি। গাড়ির ওপর বোল্ডার পড়ায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে আটকে পড়েন তীর্থযাত্রীরা।
স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উদ্ধারকারী দল। খবর দেওয়া হয় এসডিআরএফ-এও। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থেকে যাত্রীদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেখানে ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধারকার্য চলছে।

গত ৪৮ ঘণ্টায় বাকসা জেলায় জলে ডুবে মৃত্যু দুজনের

বাকসা (অসম), ২৮ জুলাই (হি.স.) : বাকসা জেলার তামুলপুর মহকুমার নাগ্রিজুলি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত হস্তিনাপুর গ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বড়নদীর জলে (নিম্নাঞ্চলে পুঠিমারি বলে পরিচিত) ডুবে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে পূর্ব গুয়াবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ৪১ বছরের কৃষক ছত্রবাহাদুর ছেত্রী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনার পর গত ৪৮ ঘণ্টায় জেলায় জলে ডুবে নিহতের সংখ্যা দুয়ে দাঁড়িয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে ছত্র বাহাদুর বড়নদী পার হয়ে গরু চরাতে গিয়েছিলেন। নদীর পার ধরে যাচ্ছিলেন তিনি। আচমকা পার ভেঙে নদীতে তলিয়ে যান তিনি। নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়ায় নিখোঁজ হয়ে যান ছেত্রী। এর পর বিকেলের দিকে ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে হস্তিনাপুর গ্রামের কাছে বড়নদীতে স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি একটি মৃতদেহ ভাসছে দেখে মানুষজন ডাকেন। খবর শুনে গ্রামের মানুষ ছুটে গিয়ে ভাসমান লাশ দেখে খবর দেন নাগ্রিজুলি ফাঁড়ি পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তাকে তাঁর পরিবারের সহায়তায় ছত্রবাহাদুর ছেত্রীর বলে শনাক্ত করে। সেখান থেকে মৃতদেহটি নাগ্রিজুলি ফাঁড়িতে আনা হয়। পুলিশ ফাঁড়িতে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে ময়না তদন্তের জন্য মুসলপুরে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। পরে রাতের দিকে নিহত ছত্র বাহাদুরের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২৫ জুলাই বাকসা জেলার তামুলপুর মহকুমার অন্তর্গত হস্তিনাপুর গ্রামের জনৈক সুনীল দাসের ৩৩ বছর বয়সি কৃষকপুত্র শংকর দাসের পঠিমারি নদীতে পড়ে সলিল সমাধি হয়েছিল।

অতিভারী বর্ষণ মুম্বইয়ে, ব্যাহত রেল পরিষেবা

মুম্বই, ২৮ জুলাই (হি. স.) : ভারী বৃষ্টিপাতে নাকাল বাণিজ্য নগরী। দীর্ঘ কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুম্বইয়ের জনজীবন। খারাপ আবহাওয়ার ফলে ব্যাহত হয়েছে বিমান পরিষেবা। রবিবার সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হয়েছে মুম্বই ও শহরতলিতে। জল জমে গিয়েছে সড়কপথ ও রেলপথেও। রেলপথে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে ৫টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, ৬টি ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সেন্ট্রাল রেলওয়ে-এর সিপিআরও (চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার) জানিয়েছেন, সেন্ট্রাল রেলওয়ের মুম্বই ডিভিশনে ভারী বৃষ্টির ফলে রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় রবিবার সাময়িকভাবে ৫টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৬টি ট্রেনের যাত্রাপথ। দৃশ্যমানতা কম থাকায় কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কোনও পরিস্থিতিতেই যাত্রীদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করা হবে না, এমনটাই জানান তিনি। এদিন সকাল থেকেই একটানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে মুম্বই ও আশেপাশের শহরতলি জুড়ে। সারাদিন ধরে আর্দ আবহাওয়া ও আকাশ মেঘলা রয়েছে। দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে অঝোর ধারায়। ক্রমশ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে জল জমে গিয়েছে মুম্বইয়ের একাধিক রাস্তায়, যার জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার রাজধানী আগরতলায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর জায়া। ছবি- নিজস্ব।

ফুট ওভারব্রিজের সংযোগের কাজের জেরে বহু ট্রেন বাতিল সাঁতরাগাছিতে

হাওড়া, ৩ জুন (হি.স.) : রেলের কাজের জন্য রবিবার দিনভর লোকাল ট্রেন এবং এক্সপ্রেস ট্রেন দুটিই বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফুট ওভারব্রিজের সংযোগের কাজ হবে সাঁতরাগাছি স্টেশনে। আর এই কাজের জন্যে বাতিল করা হয়েছে বহু ট্রেন। রেলের তরফে একাধিক ট্রেন বাতিলের ঘোষণায় সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন নিত্যযাত্রীরা। যদিও রেলের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার এমনিতেই ছুটির দিন। বহু অফিসই বন্ধ থাকে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই চাপ কম থাকে নিত্যযাত্রীদের। আর সেজন্যেই রবিবারকেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই কাজের জন্যে।

জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি স্টেশনে নির্মীয়মান দ্বিতীয় ফুট ওভারব্রিজের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সংযোগের কাজ হবে। রবিবার সকাল ১১টা ১৫ মিনিট থেকে সেই কাজ শুরু হয়েছে। চলবে রাত ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। আর এই কাজের জন্যে আপ, ডাউন ও মিডিল লাইনে কোনও ট্রেন চলাচল করবে না বলে জানানো হয়েছে রেলের তরফে। রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্যে সাঁতরাগাছিতে পাওয়ার ব্লক নেওয়ার ফলে রেল লাইনের উপরে থাকা হাইটেনশন তারে সমস্ত বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ থাকবে। এর ফলে ওইদিন ১৬টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষেপ করা হয়েছে। ৩০টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করার পাশাপাশি ১১টি ইএমইউ লোকালকে আন্দুল থেকে চালানো হবে বলেও রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

ভোটবাক্স

● প্রথম পাতার পর

উঠতে থাকে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী ছুটে না আসলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারত বলে অভিমত বিভিন্ন মহলের।

ছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

কোন ভবঘুরের মৃতদেহ। রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজনরা মৃতদেহটি ছড়ার জলে ভাসতে দেখে খোয়াই থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ও বিএসএফ সেখানে ছুটে গিয়ে ছড়া থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে ব্যাপারে ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ।

পালাল চোর

পাচের পাতার পর

এবার পুলিশ তাঁদের যা করনীয় করবে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের নিউ হস্টেলের ফার্স ফ্লোরেই রয়েছে হস্টেলের ক্যান্টিন। ক্যান্টিনের মধ্যে দিয়ে বাকি ফ্লোরে যাওয়ার একটা শর্টকার্ট পথ আছে। এই পথেই হস্টেলের বিভিন্ন ফ্লোরের মেডিকেল স্টুডেন্ট ও জুনিয়র ডাক্তাররা সিঁড়ি ব্যবহার না করে ক্যান্টিনে যাওয়া আসা করেন। বিভিন্ন ফ্লোরে সিঁড়ি দিয়ে যেতে হলে নিরাপত্তা রক্ষী থাকেন। কিন্তু, এই পথে কোনও নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকেন না। এটা ভালো করে জেনেই এই পথ ব্যবহার করে চোর উঠে গিয়েছিল থার্ড ফ্লোরের ঘরটিতে। মোবাইল হাতের সামনে পেয়ে সেটা তুলেই পালাচ্ছিল কিন্তু বাধ সাধে এক মহিলা ডাক্তার। চোর দেখে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। আর বুদ্ধি খাটিয়ে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে পালায় চোর। পরে দু"ঘন্টা পর বাকিরা এলে তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, যে চুরি করেছে সে পরিচিত মুখ। আগেও এই ধরনের কাজ করেছে, ধরাও পড়েছে সে।

মৃত্যু হলে

তিনের পাতার পর

বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহীন শওকত, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও সাবেক এমপি কাজী গোলাম মোর্শেদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন ছবি, শহিদুল ইসলাম বাচ্চু, কাজী শাহ আলম, সদস্য সচিব রহিম নেওয়াজ, বিএনপি নেতা ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন প্রমুখ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত রত্ন

● প্রথম পাতার পর

লেখেন প্রণব দা আমাদের সময়ের এক অসাধারণ রাষ্ট্রনেতা। দেশের প্রতি তাঁর অবদান ভোলার নয়। অক্লান্ত ভাবে দশকের পর দশক ধরে দেশের সেবা করে গিয়েছেন তিনি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা দেশের গর্ব ও সম্পদ। তিনি ভারত রত্ন পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি।

প্রণব মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস নেতা হিসেবে তাঁর এই সম্মান গোটা কংগ্রেস দলকে সম্মানিত করেছে। একজন মহান রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তাঁর এই সম্মান প্রাপ্য ছিল।

বিয়ে

● প্রথম পাতার পর

তার এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে যায়। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় যে সে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বিয়ে করেছে। নাবালিকার সাথে প্রতারণা করেছে। এদিকে, সুহেলের প্রথমা স্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে আমতলী থানায় লিখিত এফআইআর করেন। সেই মোতাবেক আমতলী থানার পুলিশ শ্রীনগর থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছে। শ্রীনগর থানার পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সুহেল মিয়া পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

কুমারঘাট

● প্রথম পাতার পর

কর্মী সমর্থকরা ।ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসেন মহকুমা শাসক, ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিজেপির মন্ডল নেতারা ।জুলাই বাসার এই ভোটকেন্দ্রে বড়গুল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং এবং ৫ নং ওয়ার্ডের তিনটি আসনের ভোট গণনা কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।৫ নং ওয়ার্ডের এই ব্যালট পেপার জনিত সমস্যার কারণে ৪ নং ওয়ার্ডের ভোট শেষ লগ্নে বাতিল করা হয় ।অবশেষে মহকুমাশাসক এখানে ভোট বাতিল ঘোষণা করেন এবং রিপোলের এর আশ্বাস দেন। তারপর ক্ষুব্দ ভোটার ও বিজেপি কর্মীরা ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যায় ।এই আসনে মোট ৫৪৯ জন ভোটার। তারপর পুনরায় ৩০ জুলাই বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪ এবং ৫ নং ওয়ার্ডের ৮ এবং ৯ নং আসনের ভোট জুলাই বাসা স্কুলে হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারিভাবে জানিয়ে দিলেন স্টেট ইলেকশন কমিশনার। ৩০ জুলাই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলবে পুনরায় ভোটদান প্রক্রিয়া।

চিকিৎসককে

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিদ্ধনগর এলাকায় পৌঁছতেই তাকে লিটন দাস, বাদল দাস এবং রিপন দাস নামে তিন দুস্কৃতি আটক করে তাকে মারধর করা হয়। তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে বের করা হয়। এমনকি গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা হয়। পরে তিনি আত্মর্নাদ করলে দুস্কৃতিরা পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে রানীরবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রেক্ষিতে লিটন এবং বাদলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

সম্প্রীতির ডাক

পাচের পাতার পর

সর্দার আমজাদ আলি, ডা: ফুয়াদ হালিম, ইসরারুল হক মন্ডল, মৌলানা সফিউর রহমান। মাদ্রাসায় জঙ্গি যোগের অভিযোগের তীব্র নিন্দা করে ড: অশোকনাথ বসু বলেন, 'মাদ্রাসাগুলি শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভিযোগ নেহাতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও উস্কানীমূলক।'

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের

আটের পাতার পর

তবে প্রণবজ্যোতি শর্মা জানান, মহিলাদের জন্য গোলাপি রঙের সংরক্ষিত এসএলআর কোচগুলি আপাতত রঙিয়া ডিভিশন থেকে চালানোর জন্য তৈরি করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল। এগুলি নিউ বঙাইগাঁও এবং গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী ৫৫৮১৭/৫৫৮১৮ এবং ৫৫৮০৯/৫৫৮১০ প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিতে নতুন এসএলআর কোচ সংযুক্ত করা হবে। তাছাড়া রঙিয়া এবং মুরকংসেলেক-এর মধ্যে চলাচলকারী ৫৫৮৯৫/৫৫৮৯৬ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এসএলআর কোচের অংশ বিশেষও মহিলাদের জন্য গোলাপি রঙে রাঙিয়ে দোওয়া হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, অন্য কতকগুলি ট্রেনে কোচের প্রকৃতি অনুযায়ী মহিলা এবং দিব্যাঙ্গ যাত্রীদের জন্যও একইভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের নয়া উদ্যোগের ফলে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্য লাভ হবে বলে মনে করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ, জানান মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা। তিনি আরও জানান, নয়া এই উদ্যোগটি আরও মজবুত করতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রেল নিরাপত্তা বাহিনী এবং টিকিট পরীক্ষক দলও নিয়োগ করবে কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

আটের পাতার পর

আওতায় নিয়ে আনা হয়েছে।

অমরনাথ যাত্রার জন্য কাশ্মীরবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, পয়লা জুলাই থেকে এখনও পর্যন্ত তিন লক্ষ পূণ্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেন। যা গত চার বছরের তুলনায় চারগুণ বেশি। চন্দ্রযান-২ সফল্যের থেকে বিশ্বাস এবং নির্ভীকতা শিখেছেন প্রধানমন্ত্রী। মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই কথা স্বীকার করে নিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই। চন্দ্রযান-২ সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, চন্দ্রযান-২ মধ্যে পুরোপুরি ভারতের আত্মা ও হৃদয় রয়েছে। পুরোপুরি স্বদেশী এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছিল এই মিশন। চন্দ্রযান-২ মিশন থেকে বিশ্বাস এবং নির্ভীকতা শিখেছেন তিনি। নিজেদের প্রতিভা এবং স্বক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখাটা উচিত আমাদের। যেদিন ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞাণ চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে সে অপেক্ষায় রয়েছি। দিনের শেষে উন্নয়নের পথ হচ্ছে বিজ্ঞান। কোনও রকমের বাধার কাছে নতজানু হব না আমরা। এই চন্দ্রযান অভিযান থেকে ফের একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল উদ্ভাবন, আধুনিকতম প্রযুক্তির যখন প্রসঙ্গ ওঠে তখন ভারতের বিজ্ঞানীরা কোনও অংশে কম নয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে ত্রুটি সারিয়ে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণ করা হয় তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যুব প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে এই উদ্যোগ। জীবনে যত প্রতিকূলতা আসুক না কেন তা অতিক্রম করার শক্তি যে নিজেদের মধ্যেই থাকে তা চন্দ্রযান-২ ক্ষেত্রেই বোঝা যায়। এদিন চন্দ্রযান-২ নিয়ে প্রশ্নোনোত্তর (ক্যুইজ) প্রতিযোগিতারও ঘোষণা করেন তিনি।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে প্রথমবার ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। খোলা জায়গায় শৌচকাজ বন্ধ করে শৌচালয় গড়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন তিনি। আর এবার স্বচ্ছতার পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ সৌন্দর্যায়ন এবার গুরুত্ব দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাতে এমনই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি।

এদিন মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জনগণের সহযোগিতায় স্বচ্ছতা অভিযান বিগত পাঁচ বছরে অনেক বেশি গতি পেয়েছে। তা নতুন পর্যায় চলে গিয়েছে। খোলা জায়গায় শৌচকর্ম থেকে যে ভাবে সকলের স্বচ্চতার জন্য কাজ হয়েছে তাতে করে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এবার স্বচ্ছতা থেকে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

শহরের রাস্তাঘাটের সৌন্দর্যায়নের জন্য আমেরিকা থেকে এসে ভারতে কাজ করছেন ইঞ্জিনিয়র যোগেশ সাইনি। সেতু, স্কুলের দেওয়াল, রাস্তাঘাটের অসাধারণ পেন্টিং-এর মাধ্যমে তিনি সৌন্দর্যায়নের কাজ করে চলেছেন। যোগেশ সাইনি নিজের দলকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন। নিজের মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। রবিবার বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উফলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে লিভারের এই রোগের নানা দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাতা করেন তিনি। সকালে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এই সেমিনারের আগে আগরতলা শহরে সচেতনতামূলক র‍্যালী হয়েছে। লিভারের রোগের নানা দিক ও তার থেকে দুরে থাকার বার্তা দিয়েছে এই দুই অনুষ্ঠান।

সীমান্তের বেড়া কেটে বাংলাদেশে গরু পাচার, বিএসএফ-এর কর্তব্য নিয়ে সন্দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুলাই।। সীমান্তে বিএসএফ-এর টহল রয়েছে। এমতাবস্থায় কী করে গরির কৃষকের ঘর থেকে দুটি গরু চুরি করে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশে পাচার করেছে চোরের দল, উঠেছে প্রশ্ন। এলাকাবাসীর অভিযোগের তির বিএসএফএ-এর কর্তব্যের ওপর। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগরের কলসিমুড়া এলাকার বাসিন্দা জনৈক বিকাশ চক্রবর্তীর গোয়ালঘর থেকে দুটি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। সকাল বেলা তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখেন গোয়ালঘরে গরু নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে যান সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। তিনি দেখেন ১৮৩ এবং ১৮৪ নম্বর গেটের মাঝখানের বেড়া নতুন করে কাটা রয়েছে। দেখেন, নীচের মাটিতে গরুর পায়ের চিহ্ন। তখন বুঝতে পারেন, চোরের দল গরুগুলি চুরি করে বেড়া কেটে বাংলাদেশে পাচার করেছে। এ বিষয়ে তিনি বিএসএফ-এর কলসিমুড়ায় অবস্থিত বিওপি-র ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার প্রবীণ কুমার পাণ্ডের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে ধমক দিয়ে বিকাশ চক্রবর্তীকে তাড়িয়ে দেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিএসএফের কর্তব্য নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন। গরু দুটির বাজার মূল্য কমপক্ষে ১,৭০,০০০ টাকা হবে বলে জানান মালিক। যেখানে ১০০ মিটার দূরে একজন করে বিএসএফ থাকার কথা, সেখানে যদি বেড়া কেটে গরু নিয়ে যেতে পারে চোরের দল তা-হলে বিএসএফ টহলের কী ভূমিকা তা বুঝতে পারছেন না সীমান্ত এলাকার মানুষ।

সিটিজেন ফোরাম অফ ত্রিপুরার সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সিটিজেন ফোরাম অফ ত্রিপুরার সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি সঞ্জয় পাল। সভায় আগরতলার শহরবাসীর নগর জীবনের বেশ কিছু প্রধান সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় । বিশেষ করে আগরতলার জলডুবি অবস্থা নিয়ে ফোরামের সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। জন্মলগ্ন থেকে সিটিজেন ফোরাম আগরতলার জলডুবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলো। জলডুবি থেকে আগরতলাকে মুক্ত করার দাবিতে ২০১৭ সালেই রাজধানীতে গণঅবস্থান সংগঠিত করেছিল সিটিজেন ফোরাম । শহরের ক্লাবগুলোকে সাথে নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সিটিজেন ফোরাম গণকনভেনশন সংগঠিত করেছিল। এই গণকনভেনশনে বিশেষজ্ঞদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা সাপেক্ষে আগরতলাকে জলডুবি থেকে রক্ষা করার একটি প্রস্তাবনাও উপস্থাপিত হয়েছিল সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে ঊ তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে সেসময়কার বিজেপি সভাপতি তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও উপস্থিত ছিলেন ঐ গণকনভেনশনে । বর্তমানেও রাজ্য সরকার আগরতলাকে জলডুবি থেকে রক্ষা করতে নিজস্ব প্রয়াস জারি রেখেছেন ঠিকই। তবে আক্ষরিক অর্থে পূর্ববর্তী প্রস্তাবনাকেও বিবেচনায় রেখে আগরতলাকে জলডুবি থেকে মুক্ত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে সিটিজেন ফোরাম অফ ত্রিপুরা। এসম্পর্কিত যেকোনো ধরণের সহযোগিতা সিটিজেন ফোরাম করতে প্রস্তুত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সদস্যরা। এছাড়াও যানদূর্ঘটনা, পলিথিন ব্যবহার, আগরতলার অবৈধ নেশার ঠেক ইত্যাদিও ফোরাম সদস্যদের আলোচনায় উঠে এসেছে।

টিটু আহমদেক জেলে পাঠালেন বিচারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুলাই।। কুখ্যাত টিটু আহমেদকে আদালতে সোপর্দ করা হয় রবিবার দুপুরে। ২০১৭ সালে সোনামুড়ার জনৈক কাপড় ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলা অনুযায়ী পুলিশ টিটুকে গ্রেপ্তার করে। টিটুর বিরুদ্ধে নাসা আইন প্রয়োগ করা হয়। টিটুর পক্ষে আইনজীবী বাপি কর এবং তার সহযোগী এরশাদ মিয়া।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপকে পূরণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারও রাজ্যের শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। জনজাতি অঞ্চলে শিক্ষার মানোন্নয়নে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করার জন্য এদিন আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। দুই দিনের এই আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বাস্তবে কার্যকর হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের চেয়ারম্যান প্রফেসার সুজিত কে ঘোষ বলেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। দু'বছর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণামূলক কর্মসূচিগুলি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি মধ্যে সম্পসারণ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। ত্রিপুরাতেও এই ধরণের ৩টি কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দ্বারা নির্দেশিত ৫টি জাতীয় কার্যক্রম যেমন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ, মহাত্মাগান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী, গুরুনানকের ৫৫০ তম জন্মজয়ন্তী এবং কার্গিল বিজয় দিবসের ২০তম বর্ষ, এই প্রতিষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিরাট সংখ্যক জনজাতি অংশের জনগণ রয়েছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানও কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ অনুসারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি অংশের জনগণের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কুঞ্জবনস্থিত ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ ইন এডুকেশনের অধ্যক্ষা ড. রত্না রায়, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ এবং আগরতলার ইগনৌর আঞ্চলিক অধিকর্তা ড. কিরণ শঙ্কর চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে কার্গিল যুদ্ধের শহীদ বীর জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

শ্রীখন্ড মহাদেব যাত্রায় মৃত্যু ৩ তীর্থযাত্রীর

কুলু, ২৮ জুলাই (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলায় পবিত্র শ্রীখন্ড মহাদেব তীর্থের যাত্রাপথে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হল তিন জন তীর্থযাত্রীর। গত ১৫ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এই তীর্থযাত্রা। পুলিশ সূত্রের খবর, তীর্থযাত্রা সেরে ফেরার পথে রবিবার উচ্চ অক্ষাংশে অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ওই তিনজনের। স্থানীয়দের সহায়তায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিন তীর্থযাত্রীকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের।

এদিন এব্যাপারে পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শিমলার জীবন সৈনী, দিল্লির চোখরির বাসিন্দা গোপাল দত্ত ভগত এবং দিল্লির মৌযপুর থেকে আসা খাসা রাম। মৃতদের দেহ ময়নাতদনের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮,৭৫০ ফিট উচ্চতায় হিমালয়ের কোলে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র শ্রীখন্ড মহাদেব তীর্থযাত্রায় ইতিমধ্যেই ঢল নেমেছে তীর্থযাত্রীদের।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসের মহড়া

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি.স): আগামীকাল সোমবার থেকেই শুরু হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসের মহড়া । মহড়ার চলাকালীন আগাম সতর্কতা অবলম্বন করবে কলকাতা পুলিশ। মহড়ার জন্য ৮ দিন বন্ধ থাকবে শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তা। সকাল ৫টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত রেড রোড, খিদিরপুর রোড, লাভার্স রোড, কিংগস ওয়ে, হসপিটাল রোড, পালসে গেট রোড বন্ধ থাকবে । ২৯, ৩১ জুলাই এবং ২, ৫, ৭, ৯, ১০, ১৩ আগস্ট এই মহড়া চলবে।

২০১৬ সালে জানুয়ারি মাসের এক কুয়াশা মাখা সকালে রেড রোডের দুর্ঘটনার কথা কম বেশি সকলেরই মনে আছে । সে সময় রেড রোডে চলছিল ২৬ জানুয়ারির কুচকওয়াজের মহড়া । তখনই ব্যারিকেড ভেঙে সেখানে ঢুকে পড়েছিল সাদা একটি এসইউভি গাড়ি । মুহূর্তে পিষে দিয়েছিল অভিমন্যু গৌড় নামে এক বায়ুসেনা অফিসারকে । পুলিশের তদন্তে উঠে আসে, গাড়িটি প্রাক্তন আরজেডির বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা মহম্মদ সোহরাবের । সেদিন সকালে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বিধায়ক পুত্র আম্বিয়া সোহরাব । দুর্ঘটনাস্থলে গাড়িটি ফেলেই চম্পট দিয়েছিলেন আম্বিয়া । পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই রেড রোডের মহড়া নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক কলকাতা পুলিশ ।

জলাভূমি ভরাটের প্রতিবাদে গণ অবস্থান

কলকাতা,২৮ জুলাই (হি.স.): জল স্তর নেমে যাওয়ায় বর্তমানে দেশের বেশ কিছু অঞ্চলের জল সংকট দেখা যাচ্ছেঊকিন্তু আমদের শহর যাতে সেই সমস্যার সম্মুখীন না হয় তাই রবিবার জলাভূমি ভরাটের প্রতিবাদে বাঙ্গুর ভিআইপি রোডের পাশে মঞ্চ বেঁধে গণ অবস্থানে সামিল হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও শিক্ষকদের একাংশ।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ভিআইপি রোডের ধারে জলা জমি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই লেকটাউনে নয়নজুলি ভরাট করা হয়েছে। এবং এখনও বাঙ্গুরে রাস্তার পাশে চলছে জলা জমি ভরাট। এছাড়া ভিআইপি রোডের পাশে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এই সব জলাভূমি ও নয়ানজুলি এভাবে ভরাট হয়ে গেলে গাছ কেটে ফেলা হলে আগামী দিনে জলের অভাব দেখা দেবে। ইতিমধ্যেই জল স্তর নেমে গিয়ে জল সংকট দেখা দিয়েছে ।বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে এবার ওই সব কাজ বন্ধের দাবিতেই আন্দোলনে নেমেছেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির ডাকে চলছে এই আন্দোলন। যেখানে সামিল হয়েছেন বিভিন্ন কলেজের প্রফেসর এবং শিক্ষকদের একাংশ।

পাইথন ও গোসাপ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাই (হি.স): রবিবার লোকালয় থেকে উদ্ধার হল একটি পাইথন ও একটি মনিটর লিজার্ড। ডুয়ার্সের মগোলকাটা চা বাগানের বাঁশবাড়ি লাইন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১০ ফুট লম্বা পাইথন। পাইথন টিকে দেখতে পান বাগানের শ্রমিকরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন বন দফতর কর্মীদের।

খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যান বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের কর্মীরা। তাঁরা গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এরপরেই আতঙ্ক মুক্ত হন শ্রমিকরা। অন্যদিকে, তেলি পাড়া হাটখোলা এলাকা থেকে উদ্ধার হয় লুপ্তপ্রায় মনিটর লিজার্ড প্রজাতির গোসাপ। গোসাপ টিকেও উদ্ধার করেন বন কর্মীরা। পরে সাপ দুটিকে নিয়ে গিয়ে মরাঘাট জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গোৎসবের সূচনা সিংহী পার্কের

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি.স.): আর মাত্র তিনমাসঊতারপরেই সারাবছরের প্রতিক্ষা শেষঊ ঢাকে কাঠি পরার সাথে সাথেই তিলত্তমা মেতে উঠবে আলোয়ঊঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দেরী নেইঊকারন সময় বলছে দোরগোরায় এসে কড়া নাড়ছে দুর্গাপুজোঊতাই একে একে পুজো প্যান্ডেল গুলো সেরে ফেলছে খুঁটি পুজোর কাজঊসেই তালিকায় যোগ দিল সিংহী পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটি ঊ রবিবার ছুটির দিনে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গোৎসবের সূচনা করল সিংহী পার্কওঊ ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেল গুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁটি পুজোর কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা করছে ঊ কারন খুঁটি পুজো শেষ মানেই পুজোর আয়োজনে একধাপ এগিয়ে যাওয়া ঊ ঢাকের তালে নাচে গানে খুঁটি পুজো সারল সিংহী পার্ক সার্বজনীন দুর্গা উৎসবও ঊএদিন সিংহী পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্রঊ

এই বছরেও প্রতি বছরের মতো চমক থাকবে সিংহী পার্ক দুর্গোৎসবের থিমে ঊ তবে কি থিম হবে সেই বিষয়ে এখনি খোলসা করে বলতে নারাজ সিংহী পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

রবিবার দুপুরে আমতলি থানাধিন ফুলতলির ব্রজেন্দ্র নগর এলাকায় এক ভয়াভহ দুর্ঘটনা ঘটে ।দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম হয় রাজবিন্দু শীল(৩৮),কর্ণবীর দাস(৩৩) দুজনের বাড়িই বাবুল চৌমুহনী এলাকায়। মধুপুর থেকে বাইকে করে যাওয়ার পথে ফুলতলি ব্রজেন্দ্র নগর এলাকায় এসে মারুতির সাথে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আহত হয় ।খবর পেয়ে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনা সান থেকে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ।বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

অন্যদিকে, রবিবার রাতে চড়িলাম বন্ধন ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৭সি ৮৪১৭ নম্বরের একটি বাইক দ্রুত বেগে এসে ননীগোপাল দেবনাথকে ধাক্কা মারে ।এতে গুরুতর ভাবে জখম হন তিনি ।বাইক চালকের নাম সমর নমঃ, বাড়ি ইস্ট নলছড় ।ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা গিয়ে আহত ব্যাক্তিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপালে নিয়ে আসে ।তার অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে আইজিএম হাসপাতালে রেফার করে দেয় ।হাসপাতালে তার মৃত্যু হ বলে খবর ।তাছাড়া বাইক ও বাইক চালককে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। যদিও দুর্ঘটনার একটি মামলা নথিবদ্ধ করা হয়েছে থানায়।

খেলা

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টস কাপে সোনা জিতলেন মেরি কম

লাবুয়ান বাজো, ২৮ জুলাই (হি.স.) : ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এমসি মেরি কমের হাত ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফের সাফল্য পেল ভারত। ইন্দোনেশিয়ার লাবুয়ান বাজোয় অনুষ্ঠিত ২৩ তম প্রেসিডেন্টস কাপে সোনা জিতলেন মেরি কম। ৫১ কেজি বিভাগের ফাইনালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী এপ্রিল ফ্র্যাঙ্কসকে ৫-০ একতরফা ব্যবধানে পরাস্ত করেন।

প্রেসিডেন্টস কাপে সোনা জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছাস প্রকাশ করেন অলিম্পিক ব্রোঞ্জ জয়ী ৩৬ বছর বছর বয়সি ভারতীয় তারকা। টুইটারে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার একটি ভিডিও পোস্ট করে মেরি লেখেন, 'ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টস কাপে আমার ও দেশের জন্য সোনার পদক। এই জয়ের অর্থ আপনি আরও দূরে যেতে, কঠোর পরিশ্রম করতে এবং বাকিদের থেকে বাড়তি প্রয়াসের জন্য প্রস্তুত।'

সোনা জয়ের পর মেরিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু। রি-টুইটে ক্রীড়ামন্ত্রী লেখেন, 'প্রিয় মেরি কম, তুমি সবসময়ই ভারতের অত্যন্ত গর্বের। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টস কাপে দেশের হয়ে সোনা জয়ের জন্য তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন।

বিসিসিআইয়ের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ শামিকে ভিসার অনুমোদন দিল মার্কিন দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার ডানহাতি পেসার মহম্মদ শামিকে ভিসার অনুমোদন দিল মার্কিন দূতাবাস। এর আগে মার্কিন মুলুকে খেলতে যাওয়ার প্রাথমিক অনুমোদন পাননি মহম্মদ শামি।

আগামী ৩ আগস্ট ফ্লোরিডায় টি-২০ ম্যাচ দিয়ে ক্যারিবিয়ান সফর শুরু করছে ভারত। কার্লোস ব্রাথওয়েটদের বিরুদ্ধে বিরাটরা তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ খেলবে মার্কিন মুলুকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। বিরাট কোহলির দলের অনান্য সদস্যের ভিসার অনুমোদন হলেও প্রাথমিকভাবে শামির ভিসা বাতিল করে দিয়েছিল মার্তিন দূতাবাস। ক্যারিবিয়ান সফরে টিম ইন্ডিয়ার তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ছাড়াও তিন ম্যাচের একদিনের এবং দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে।

শামির ভিসার আবেদনে পুলিশ রেকর্ড সম্পূর্ণ ছিল না। বছরখানেক ধরে স্ত্রী হাসিন জাহানের সঙ্গে আইনি লড়াই চলেছে টিম ইন্ডিয়ার এই ক্রিকেটারের। শামির বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা, বধূ নির্যাতন-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ করেন স্ত্রী হাসিন।

আদালতে বিচারাধীন থাকায় ভিসার আবেদন পত্রে পুলিশ রেকর্ডের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল ভারতীয় পেসারকে। কিন্তু ঘটনা জানার পরই মাঠে নামেন বোর্ডের সিইও রাহুল জহরি। মার্কিন দূতাবাসে চিঠি পাঠিয়ে, দেশের প্রতি শামির অবদানের কথা লেখেন তিনি। ইংল্যান্ডের মাটিতে সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে শামির বিশ্বকাপ খেলার কথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মার্কিন দূতাবাসে ফের পাঠানো হয়। এরপরই ভিসার অনুমোদন দেয় মার্কিন দূতাবাস।

যে কারণে টিকে গেলেন মিনহাজুল-হাবিবুল

লন্ডন।। কদিন ধরেই দেশের ক্রিকেটে গুঞ্জন ছিল মিনহাজুল আবেদীন-হাবিবুল বাশারের নির্বাচক কমিটির মেয়াদ আর বাড়বে না। আজ বোর্ড সভা শেষে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান অবশ্য এ গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, মেয়াদ বাড়ছে মিনহাজুল-হাবিবুলের। দুজনই নির্বাচক প্যানেলে থাকছেন ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

হাবিবুলের ব্যাপারটি নিশ্চিত না হলেও গত কদিনে এটি মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল মিনহাজুলের আর প্রধান নির্বাচক হিসেবে থাকা হচ্ছে না। তাঁকে প্রধান নির্বাচক হিসেবে রাখা হবে না বলেই বিসিবি আকস্মিকভাবে বাতিল করেছিল শ্রীলঙ্কা সফরের টিকিট। তবুও শেষ পর্যন্ত মিনহাজুল টিকে গেছেন। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান বলেছেন, নির্বাচকদের পারফরম্যান্স নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট। এ কারণে দুজনের মেয়াদ বেড়েছে। সূত্র জানাচ্ছে, নতুন নির্বাচক প্যানেলে গড়তে যে নামগুলো গত কিছুদিনে শোনা গেছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা কিংবা যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা বিতর্কিতদের নতুন নির্বাচক প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। রাতে এক পরিচালক বললেন, 'পরিচালকদের কেউ কেউ চেয়েছিলেন নতুন নির্বাচক কমিটি গঠন হোক। কিন্তু কাদের নিয়ে গঠিত হবে? যোগ্য লোক পাওয়াই তো এই মুহূর্তে কঠিন। যে নামগুলো এসেছে, তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। শেষ পর্যন্ত পুরোনোদের ওপর ভরসা রাখা হয়েছে।' মিনহাজুল ও হাবিবুল ২০১১ সাল থেকেই নির্বাচক কমিটিতে। শুরুতে আকরাম খান ও পরে ফারুক আহমেদের অধীনে নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করা মিনহাজুল প্রধান নির্বাচক হন ২০১৬ সালের জুনে। আজকের বোর্ড সভার পর নিশ্চিত হওয়া গেল, দুজনের জুটিটা এখনই ভাঙছে না। বরং সেটি লম্বা হচ্ছে আরও দেড় বছর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ইরানের বিপক্ষে খেলবে না বাংলাদেশ

লন্ডন।। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলতে নামার আগে কাতারের দোহায় শক্তিশালী ইরানের বিপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সে সুযোগটি নেয়নি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে চায় এশিয়ান অঞ্চল থেকে নিয়মিত বিশ্বকাপ খেলা দেশ ইরান। পাঁচ দিন আগে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ম্যাচটি নিয়ে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তুঙ্গে। কিন্তু সেই রোমাঞ্চে পানি ঢেলে দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন ইরানের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে না বাংলাদেশ। বরং অন্য কোনো দলের সঙ্গে খেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ৫ সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। ইরানের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচটি হতে পারত বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশের ভালো প্রস্তুতির সুযোগ। কেননা ১০ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ ও এশিয়ানকাপের বাছাইপর্ব শুরু করবে বাংলাদেশ। আর ম্যাচটি হওয়ার কথা রয়েছে দোহাতেই। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলা আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও, সেই সুযোগটা নিল না বাফুফে। এদিকে জাতীয় দল কবে থেকে প্রস্তুতি শুরু করবে তা এখনো জানাতে পারেনি দেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা।

কোহলি-রোহিত দ্বন্দ্বে ভেস্তে গেল শান্তি প্রস্তাব

লন্ডন।। ফলো-আনফলো। এখনকার যুগের সম্পর্কের ভালো-মন্দের পরিমাপক। তারকাদের জগতে সম্পর্কের ফাটল বোঝার অন্যতম উপায় এখন কে কাকে আনফলো করে দিলেন। আর এই তত্ত্ব মেনেই বলে দেওয়া যায়, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার সম্পর্কের চিড় এখন ফাটলে রূপ নিয়েছে। ভেস্তে গেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সমঝোতার গোপন উদ্যোগ। রোহিতের স্ত্রী ঋতিকাও কোহলি-আনুশকা দুজনকে আনফলো করে দিয়েছেন। আনুশকাও রোহিত-ঋতিকাকে আর অনুসরণ করেন না। কোহলি অবশ্য এখনো রোহিতকে ফলো করছেন। দলের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের সুসম্পর্কটা দুই পরিবারের মধ্যেও বিরাজমান ছিল। গ্যালারিতে ঋতিকা ও আনুশকাকে একসঙ্গে অনেকবারই দেখা গেছে। ভারতীয় দলের সফরসঙ্গী হয়ে এঁরা অনেকবারই বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। পরস্পরকে নৈশভোজে নেমন্তন্নও করেছেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক আর নেই।

গত বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকে ভারতের বিদায়ের পর দুজনের সম্পর্কের শীতলতা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়।

কোহলিকে সরিয়ে রোহিতকে ওয়ানডে দলের অধিনায়ক করার দাবি এই সম্পর্ককে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে সন্দেহ নেই। সংবাদমাধ্যমের এই গুঞ্জনের মুখে বিসিসিআইয়ের প্রশাসক কমিটির এক সদস্য বিষয়টির সুরাহা করার উদ্যোগ নেন। সংবাদ সংস্থা আইএএনএস জানাচ্ছে, সেই সদস্য রোহিত-কোহলির দুজনের একজনকে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে বিবাদের খবর স্রেফ গুঞ্জন বলে অভিহিত করতে বলেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। এখন তো ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো দুজনের ইনস্টাগ্রাম ঘেঁটে বের করেছেন, কে কাকে ফলো করছেন বা করছেন না।

দুজনের বিবাদের শুরুও সেমিফাইনালের সেই ম্যাচের পর থেকে। সেই ম্যাচে হেরে যাওয়ার পর বোলারদের দায়ী করা হয়। তবে বোলাররা মনে করেন, হারের মূল দায় তাঁদের নয়। অন্যায়ভাবে বোলারদের বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। এই ইস্যুতে কোহলির মতের সঙ্গে মেলেনি রোহিতের। দলে কোহলির একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়েও নাকি প্রশ্ন উঠেছে।

আবার এও শোনা গেছে, ক্রিকেট দলের সফরে স্ত্রীদের সঙ্গে রাখা না-রাখার বিতর্ক নিয়েও দুজনের মধ্যে বিরোধ। কদিন আগে খবর এসেছিল, ভারতীয় এক সিনিয়র ক্রিকেটার নিয়মের তোয়াক্কা না করে পুরো আসরে সঙ্গে স্ত্রীকে রেখেছিলেন। যেখানে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিয়ম করে দিয়েছিল, স্ত্রীরা সঙ্গে থাকতে পারবেন সর্বোচ্চ ১৫ দিন।

কারণ দর্শাও নোটিশের মুখে সেই ক্রিকেটার পড়তে পারেন। কারও কারও ধারণা, রোহিতের দিকেই অভিযোগের তির। রোহিত যদিও বিশ্বকাপজুড়ে ছিলেন অবিশ্বাস্য ফর্মে। করেছেন ৫টি সেঞ্চুরি।

টুর্নামেন্ট-সর্বোচ্চ ৬৪৮ রানও করেছেন। বিষয়টি যদি রটনাই হতো, দুজনের কোনো একজন সামাজিক মাধ্যমে খোলাসা করতে পারতেন। তাদের আশ্চর্যজনক নীরবতা। ওদিকে কাল ক্যারিবীয় সফরে যাচ্ছে ভারত। দেশ ছাড়ার আগে অধিনায়কের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনও এবার হচ্ছে না। কোহলি দাবি করেছেন, আগে থেকেই আজকের জন্য অন্য এক অনুষ্ঠানে থাকবেন কথা দিয়ে রেখেছিলেন। ২০১৭ সালে এমনই গুঞ্জনের খবর প্রথম অস্বীকার করা হলেও পরে চাকরি হারান অনিল কুম্বলে। তখন জানা যায়, অধিনায়কের চাওয়া মেনেই কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কুম্বলেকে।

এমন রাত আগে কখনো কি দেখেছি?

লন্ডন।। অবিস্মরণীয় এক রাত কাটাল খেলাপ্রেমীরা। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিসসবকিছুর উত্তেজনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল একই রাতে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এমন রাত কবে এসেছিল শেষবার?

ক্রিকেটের নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে লর্ডসে যখন ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড খেলছে, ঝকঝকে রোদ হাসছে আকাশে। ওদিকে একই শহরের অল ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবে ঘাসের কোর্টের দুই সেরা তারকার মধ্যে চলছিল উইম্বলডনের শিরোপা জেতার লড়াই। তার আরও কয়েক ঘণ্টা পরে আবার আফ্রিকান নেশনস কাপের সেমিফাইনালে লড়তে নেমেছিল আফ্রিকান ফুটবলের দুই পরাশক্তি আলজেরিয়া ও নাইজেরিয়া। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ ম্যাচগুলো বাংলাদেশের খেলাপ্রেমীরা উপভোগ করেছেন সন্ধ্যা রাতে। যে ম্যাচগুলোর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো কাল রাতে যেভাবে দর্শকদের স্নায়ু ক্ষয় করেছে, তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। উত্তেজনায় নখ কামড়াতে থাকা আর ঘেমে-নেয়ে ওঠা এমন রাত শেষবার কবে এসেছিল বাংলাদেশের খেলাভক্তদের জীবনে!সন্ধ্যাজুড়েই সবাই দোটানায় ছিলেন। একদিকে ক্রিকেট বলছে আমাকে দেখো, অন্যদিকে টেনিস বলছে, না আমাকে দেখো! সব দেখেশুনে ফুটবল বলছে, তাহলে আমি কী দোষ করলাম? আমাকে তোমার দেখতে ক্ষতি কোথায়? তর্কযোগ্যভাবে অবিস্মরণীয় আর খেলোয়াড়ি উত্তেজনায় ভরপুর এক রাত! দেশে ক্রিকেট জনপ্রিয় বেশি। তাই ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ ফাইনালের দিকেই চোখ ছিল অধিকাংশ মানুষের। পুরো টুর্নামেন্টে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ব্যাট হাতে তেমন কিছু করতে পারলেন না, কিউইদের টানলেন ওপেনার হেনরি নিকোলস ও টম ল্যাথাম। ২৪১ রানে আটকে গেল কিউইদের ইনিংস। ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ২৪২ রানের। যে দলে জেসন রয়, জনি বেয়ারস্টো, জো রুট, এউইন মরগান, বেন স্টোকস, জস বাটলারের মতো ব্যাটসম্যান আছে, এই লক্ষ্যমাত্রা তো তাদের জন্য নস্যি!

ততক্ষণে উইম্বলডনের ফাইনাল শুরু হয়ে গেছে। মুখোমুখি আধুনিক যুগের দুই গ্রেট রজার ফেদেরার ও নোভাক জোকোভিচ। উইম্বলডনের সবচেয়ে সফল চ্যাম্পিয়ন বনাম উইম্বলডনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। ওপেন যুগে ঘাসের কোর্টের সর্বকালের সেরা বনাম আগামীর সেরা। প্রথম সেটে লড়াই হলো সেয়ানে সেয়ানে। গড়াল টাইব্রেকারে। সেখানে একটুর জন্য 'বুড়ো' ফেদেরারকে পেছনে ফেললেন জোকোভিচ। তাতে ফেদেরারের আঁতে ঘা লাগল কি না, দোর্দণ্ড প্রতাপে ফিরে এলেন আধুনিক যুগের টেনিস-সম্রাট। দাঁড়াতেই দিলেন না জোকোভিচকে। ৬-১ গেমে জিতে নিলেন দ্বিতীয় সেট।ওদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে গেছে ইংল্যান্ড। সেভাবে ঝড় তোলার আগেই ওপেনার জেসন রয়কে থামিয়ে দিয়েছেন ম্যাট হেনরি। পরে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ডের, একে একে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন বেয়ারস্টো, রুট ও অধিনায়ক মরগান। প্রয়োজনীয় রান রেট বাড়ছে তরতর করে। ক্রিজে তখন বেন স্টোকসের সঙ্গে জস বাটলার। এই জুটি যদি টিকতে পারে, ইংল্যান্ডের ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা আছে, না হলে নেইসোজা হিসাব।

এদিকে পুরোনো আমের আচারের মতো মজে উঠছে ফেদেরার-জোকোভিচের ধ্রুপদি লড়াই। তৃতীয় সেটেও একইভাবে টাইব্রেকে জিতলেন জোকোভিচ, পরের সেটটা সরাসরি জিতে জবাব দিলেন ফেদেরার। সবার চোখ এখন পঞ্চম সেটে। এই সেটটা যে জিতবে, শিরোপা তার। একটা করে গেম ফেদেরার জিতছেন, তো পরেরটা জোকোভিচ। জোকোভিচ এক পয়েন্টে এগিয়ে যাচ্ছেন তো পরের মুহূর্তেই 'এইস' দিয়ে সমান-সমান করে নিচ্ছেন ফেদেরার। ম্যাচ জেতার জন্য প্রয়োজনীয় দুই পয়েন্টের ব্যবধান কেউই পাচ্ছেন না! কেউ কারে নাহি জিতে সমানে সমান!

লর্ডসে ততক্ষণে ইনিংস মেরামতের কাজটা বেশ ভালোভাবে করে ফেলেছেন বাটলার আর স্টোকস। দুজনই তুলে নিয়েছেন ফিফটি। জুটি ১১০ রানের। যেই মনে হওয়া শুরু করল যে না, আস্তে আস্তে এই জুটির ওপর ভর করেই নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা জিতবে নিউজিল্যান্ড, বাগড়া দিলেন লকি ফার্গুসন। নিউজিল্যান্ডের এই গতিতারকার এক স্পেলেই নির্ধারিত হয়ে যাবে ম্যাচের ফলাফল, সেটা ম্যাচ শুরুর আগেই বলে রেখেছিলেন মার্ক নিকোলাস, গৌতম গম্ভীর, ডিন জোন্স, ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা। সেটাই হলো। ছোট এক ঝড়ে তুলে নিলেন উইকেটে থিতু হয়ে থাকা বাটলার আর সদ্য ক্রিজে আসা ক্রিস ওকসকে। ব্যস, ম্যাচ জমে ক্ষীর!

ওদিকে ফেদেরার-জোকোভিচ ফাইনালও জমে ক্ষীর হয়ে গেছে বহু আগে। ম্যাচ জেতার ওপর বাঁচা-মরা নির্ভরশীল, দুজন এমনটা ভেবেছিলেন কি না কে জানে! পাল্টাপাল্টি গেম জিতেই চলছিলেন দুজন। এমন অবস্থায় দুই-দুইবার শিরোপা জেতার হাতছোঁয়া দূরত্বে চলে এলেন ফেদেরার। আর একটা পয়েন্ট জিতলেই ট্রফি ফেদেরারের!

কিন্তু না, জোকোভিচ এত সহজে হাল ছাড়বেন কেন? টানা সাত পয়েন্ট জিতে এবার ট্রফির হাতছোঁয়া দূরত্বে চলে এলেন জোকোভিচ! এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় করতে করতে দুজনই শেষ সেটে বারোটা করে গেম জিতে ফেললেন! নিয়মানুযায়ী এখন টাইব্রেকে গড়াবে ম্যাচ!

ওদিকে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড ম্যাচ চলে এসেছে শেষ ওভারে। শেষ ওভারে দরকার ১৫ রান। স্বীকৃত ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে শুধুই স্টোকস। বিশ্বের দুই নম্বর বোলার ট্রেন্ট বোল্ট যখন বোলিং লাইনে এলেন শেষ ওভারটা করার জন্য, বিশ্বাস হয়নি তিনি ১৫ রান দিয়ে দেবেন যে। কিন্তু স্টোকস যে কাল নেমেছিলেন তিন বছর আগের করা একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য! সেবার ওয়ার্ল টি-টোয়েন্টির ফাইনালের শেষ ওভারে টানা চার বলে চার ছক্কা মেরে ইংল্যান্ডের হাতের মুঠো থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ক্যারিবীয় কার্লোস ব্রাফেট। দুর্ভাগা বোলার ছিলেন এই স্টোকস। মাঠের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে স্টোকসের চোখমুখ ঢেকে কাঁদার ছবিটা এখনো ইন্টারনেট ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে।

সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এই ফাইনালকেই বেছে নিয়েছিলেন স্টোকস। বোল্টকে টানা দুই ছক্কা মেরে জয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেলেন ইংল্যান্ডকে। কিন্তু নাটকের যে আরও অনেক অঙ্ক বাকি ছিল!

ইংল্যান্ডের ইনিংসে জয়ের জন্য শেষ ৩ বলে দরকার ছিল ৯ রান। এমন পরিস্থিতিতে মার্টিন গাপটিলের থ্রো বেন স্টোকসের ব্যাটে লেগে বাউন্ডারি সীমানা টপকে যায়। আর ব্যাটসম্যানরা দৌড়ে ২ রান নেওয়ায় আম্পায়ার মোট ৬ রান যোগ করতে বলেন স্কোরবোর্ডে। শেষ দুই বলে পড়িমরি করে তিন রান নিতে গিয়ে দুই রান আউটের শিকার হলো কিউইরা। ম্যাচ টাই! ওদিকে স্নায়ুর বারোটা বাজিয়ে দেওয়া ক উইম্বলডনের ফাইনালে দুইবার ফেদেরারকে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট জিততে না দেওয়া জোকোভিচের শিরোপা জেতার জন্য ভাগ্যের অতটুকু আশীর্বাদেরই দরকার ছিল। আর কটা দিন পর ৩৮-এ পা দিতে যাওয়া ফেদেরার শেষ পর্যন্ত জোকোভিচের কাছে স্নায়ুর লড়াইয়েই হেরে গেলেন যেন। তর্কযোগ্যভাবে উইম্বলডনের ইতিহাসের সেরা ফাইনালে জয়ীর জায়গায় লেখা হলো সার্বিয়ান তারকার নাম। শেষ সেটের টাইব্রেকে ৭-৩ ব্যবধানে পরাজিত হলেন ফেদেরার। শেষ হলো ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটব্যাপী চলতে থাকা ধ্রুপদি এক লড়াই। উইম্বলডনের ইতিহাসে এত লম্বা ফাইনাল আর কখনো হয়নি! লর্ডসে ওদিকে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড তখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে ইতিহাসের প্রথমবার সুপার ওভারে গড়ানো ম্যাচ খেলার। ইংল্যান্ড ব্যাটিং করতে পাঠাল সেই স্টোকস-বাটলারকে। বোল্টের করা ওভারটায় দুটি চার মেরে ১৫ রান তুললেন দুজন। ১৬ রান করতে পারবে তো কিউইরা? বল করতে আসা জফরা আর্চার যে তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এক ওভারে কখনোই ১৬ রান দেননি! আর্চার প্রথম বলটাই করলেন ওয়াইড। স্নায়ুচাপ? হবে হয়তো! এর ওপর জিমি নিশামের কাছে একটা ছক্কা খেয়ে আরও ব্যাকফুটে চলে গেলেন আর্চার। শেষ দুই বলে তখন তিন রান লাগে। মূল ম্যাচে ইংল্যান্ডের ইনিংসের শেষটার মতো দৃশ্যপট! পঞ্চম বলে এক রান নিয়ে সমীকরণটা এক বলে দুই রানে নিয়ে এলেন গাপটিল-নিশাম। শেষ বলটা ডিপ উইকেটের দিকে কোনোরকমে ঠেলে পড়িমরি করে ছুট লাগালেন গাপটিল। এক রান পেলেন, দ্বিতীয় রানটা নিতে গিয়ে হয়ে গেলেন রান আউট! ব্যস, সুপার ওভারেও টাই!

এমন ম্যাচে কেউ জয়ী বা পরাজিত থাকে না। তাও, ট্রফি তো কোনো এক দলকে দিতেই হবে, তাই বুঝি আইসিসি নিয়ম করে রেখেছিল, সুপার ওভারের পরেও ম্যাচ টাই হলে যে দল সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি মারবে, তারাই জিতবে। আর এ হিসাবে ইংল্যান্ড মেরেছে ২৪ বাউন্ডারি, নিউজিল্যান্ড ১৬টি। অর্থাৎ ইংল্যান্ডই জয়ী।

ক্রিকেট-টেনিসের এই দিনে ফুটবল পিছিয়ে থাকবে, তা কি হয়? ফুটবলও ভাবল, 'আমরাও আমাদের ঝলক দেখাই আজ একটু!' এমন উত্তেজনাকর রাতে খেলাপ্রেমীদের জন্য ফুটবলের রসদ না থাকলে হয় নাকি!

ফাইনালের নিষ্পত্তি যখন হলো, আফ্রিকান নেশনস কাপের সেমিফাইনাল চলছে তখন। মুখোমুখি রিয়াদ মাহরেজ আর সোফিয়ানে ফেগহুলির আলজেরিয়া, আর জন ওবি মিকেল-আহমেদ মুসার নাইজেরিয়া। ম্যাচের ৪০ মিনিটে নাইজেরিয়ার ডিফেন্ডার উইলিয়াম ট্রুস্ট-একোংয়ের গোলে তখন এগিয়ে আছে আলজেরিয়া। ৭৩ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টিতে নাইজেরিয়াকে সমতায় আনেন স্ট্রাইকার ওডিওন ইগহালো। মূল সময়ের সঙ্গে যোগ করা সময়ের একদম পঞ্চম মিনিটে ঠিক বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক পায় আলজেরিয়া। ম্যানচেস্টার সিটির উইঙ্গার রিয়াদ মাহরেজ স্নায়ুর চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে সেখান থেকে গোল করে ম্যাচের একদম শেষ শটে দলকে তুললেন ফাইনালে!

জাগরণ 29 July, 2019, Monday আগরতলা ২৯ জুলাই, ২০১৯ ইং, ১২ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

নানা জায়গায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। ৯-টাউন বড়দোয়ালির বিধানসভা কেন্দ্রেও রবিবার সদস্যতা অভিযানে সংগঠিত করেছে বিজেপি। এ উপলক্ষ্যে নেতাজি চৌমুহনিতে ৫২ নং বুথের পক্ষ থেকে সদস্যতা অভিযান সংগঠিত করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, একাত্ম মানবতাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেই এই দল মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে যেভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করে চলেছে তাতে রাজ্যবাসীর মনোবল যথেষ্ট চাঙ্গা হয়েছে। সে কারণে বিজেপি'র ভিত আরও শক্তিশালী করতে বিজেপি'র সদস্যতা গ্রহণ করতে মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন।
সদস্যতা অভিযানে অংশ নিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, শুধু সদস্যতা গ্রহণ করলেই চলবে না রাষ্ট্র নির্মাণে সকলকে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় মন বি বাত অনুষ্ঠানে সবুজায়ন এবং জল সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পর্যটন শিল্পের গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা সকলের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে দেশ গড়ার কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্র কল্যাণমুখী ও রাজ্য কল্যাণমুখী যেসব কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে সে গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষ যাতে সেইসব সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন সেজন্যও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যারা সদস্যতা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে এইসব কাজে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ গঠনে সবাই এগিয়ে আসলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন এবং দেশবাসীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।
বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে রবিবার বিজেপি'র সদস্যতা অভিযান সংগঠিত করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এলাকার বিধায়ক ড. দিলীপ দাসও সদস্যতা অভিযানে শামিল হন। সদস্যতা অভিযানে অংশ নিয়ে বিধায়ক ড. দিলীপ দাস বলেন, এলাকার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সদস্যপদ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন। এর ফলে রাজ্যে বিজেপি'র সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যে ৫ লক্ষ সদস্যপদ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ৬ লক্ষ পেরিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬ হাজার সদস্যপদ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রার ৫০ শতাংশের বেশি সদস্যপদ সংগৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস কমিউনিস্ট দলকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। রাজ্যের বুঝতে পেরেছেন একমাত্র বিজেপি দলই মানুষের কল্যাণে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে। গাও, গরিব, কিষাণ ও মজুরের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি'র পক্ষেই করা সম্ভব। এসব বিষয় মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে কারণেই মানুষ বিজেপি'র পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং সদস্যপদ গ্রহণ করছেন। সদস্যপদ অভিযানে শামিল হয়ে বিধায়ক ড. দিলীপ দাস আরও বলেন, এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এজন্য এলাকার জনগণের সার্বিক সহযোগিত্য আহ্বান করেছেন তিনি।

রবিবার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠানে কৃতিদের হাতে সংবর্ধনা তুলে দিচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বরখাস্ত ১৪ বিধায়ক

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুলাই (হি.স.) : কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার রমেশ কুমারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন বরখাস্ত হওয়া ১৪ জন বিধায়ক। সোমবারই তাঁরা শীর্ষ আদালতে আপিল করবেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার আস্থা ভোটের ঠিক একদিন আগে বিদ্রোহী ১৪ জন বিধায়ককে বরখাস্ত করে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ কেআর রমেশ। রবিবার বেঙ্গালুরুতে স্পিকার রমেশ কুমার জানান, "১৩ জনের বিধায়ক পদ বাতিল করা হয়েছে।" এমনকী কংগ্রেস বিধায়ক শ্রীমন্ত পাতিলেরও বিধায়ক পদও খারিজ হয়েছে। রয়েছেন কংগ্রেসের ১১ এবং জেডিএস-এর ৩ বিধায়ক। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামীর আস্থা ভোটের দিন দলের হুইপ অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী বিধায়করা বিধানসভায় উপস্থিত না থাকায় তাঁদের বিধায়ক পদের যোগ্যতা খারিজ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। তবে সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যৌথ পিটিশন দাখিল করতে চলেছেন বরখাস্ত হওয়া বিধায়করা। তাঁদের যুক্তি, তাঁরা পুনরায় তাঁদের ইস্তফা পেশ করেছিলেন ১১ জুলাই। কংগ্রেস ও জেডি(এস)-এর হুইপ জারির আগেই তাঁরা ইস্তফা দিয়েছিলেন।
উল্লেখ্য, রবিবার ১৪ বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস-জেডিএস নেতার বিধায়কের যোগ্যতা খারিজ করে দিলেন স্পিকার কে আর রমেশ। স্বাভাবিকভাবেই আর কংগ্রেস-জেডিএস জোটের সরকার গড়ার কোনও রাস্তাই খোলা থাকল না। আর একদিকে, সংখ্যালঘু সরকার গড়ার সম্ভাবনাও কমে গেল বিজেপির। রোশন বেইগ, আনন্দ সিং, এইচ বিশ্বনাথ, এস টি সোমাশেখর সহ মোট ১৪ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়কের পদ খারিজ হয়ে গেল এদিন। এই বিধায়কেরা ১৫তম বিধানসভার মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে লড়তে পারবেন না বলেও এদিন জানিয়ে দিয়েছেন স্পিকার।

চন্দ্রযান-২ সাফল্যের থেকে শুরু করে কাশ্মীরের উন্নয়ন নিয়ে মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : চন্দ্রযান-২ সাফল্যের থেকে শুরু করে কাশ্মীরের উন্নয়নের পাশাপাশি জল সংরক্ষণে একাধিক উদ্যোগের প্রশংসার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী রূপে ক্ষমতায় আসার পর রবিবার দ্বিতীয়বার নিজের মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাতে" নিজের কথা খোলামেলা ভাবে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী।
জল সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি যে সকল রাজ্য এই বিষয়ে সদর্থক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদেরকেও কুর্ণিশ জানিয়েছেন তিনি। নিজের মাসিক রেডিও অনুষ্ঠানে জল সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশাসনিকস্তরে সদর্থক ভূমিকা পালন করার জন্য মেঘালয় রাজ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তরপূর্বের মেঘালয় প্রথম জল সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করেছে। জল কম অপচয় করার জন্য হরিয়ানা সরকারের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জল কম খরচ করে কি ভাবে কৃষি কাজ করা যায় তা দেখিয়ে দিয়ে আদতে কৃষকদের বড় ধরণের লোকসানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে হরিয়ানা সরকার। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার আরা এবং কেরম গ্রামে বাসিন্দারা জল সংরক্ষণ নিয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাদেরকেও প্রশংসা করেছেন।
জল সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের এগিয়ে আসাকে স্বাগত জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, সমষ্টিগত উদ্যোগ আমায় আপ্লুত করেছে। সংবাদমাধ্যম, প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি জল সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা প্রসারে উদ্ভাবনী চিন্তাধারা নিয়ে সামনে এসেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তারা কাজ করে চলেছে। উৎসবের এই মরসুমে আরও বেশি করে প্রচারের উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রদর্শী এবং পথ নাটিকার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।
জলশক্তি মন্ত্রকের কার্যকারিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, জল গুরুত্ব বুঝতে পেরে জলশক্তি মন্ত্রক গড়ে তোলা হয়েছে। জল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে সেই জন্য এই মন্ত্রক গড়ে তোলা হয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে পয়লা জুলাই কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জলের অভাব দূর করার জন্য জলশক্তি মন্ত্রক গড়ে তুলেছিলেন। জল সংরক্ষণ এবং সেচের জল সরবরাহ করাকে আন্দোলনের পর্যায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাতে বলেছেন, গুলি, বোমা থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী উন্নয়ন। কাশ্মীরের মানুষ উন্নয়ন চায়, তারা ভাল প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার পক্ষে। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই ভাবে কাশ্মীর সম্পর্কে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাতে বলেছেন, কাশ্মীরের ভাই ও বোনেরা ভাল সরকারি পরিষেবা চাইছে। উন্নয়নের শক্তি গুলি ও বোমার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। উন্নয়নের পথে যারা বাধা তারা নিজেদের লক্ষ্যে ব্যর্থ হবে। জাতীয় স্তরের মূল স্রোতে যুক্ত হতে চাইছে কাশ্মীরের মানুষ। তাদের উদ্যোগ থেকেই উচ্ছাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রথমবার সরকারি আধিকারিকেরা গ্রাম যাচ্ছে। আগে যে সকল আধিকারিক সাধারণ মানুষের বাড়ি যেতে চাইছিল না। তারাও এখন যাচ্ছে। পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রের উদ্যোগে 'বেক টু ভিলেজ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলির কথা গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে প্রচার করা হবে। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সমস্যা তারা দূরও করেছেন। রাজ্যের ৪৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্বাক্ষরতা, রেশন, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা, জল সংরক্ষণ, বিদ্যুত, নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এমন কি সোপিয়ান, পুলওয়ামা, কুলগাম, অনন্তনাগের মতো স্পর্শকাতর জেলাগুলিকেও এই প্রকল্পের ছয়ের পাতায় দেখুন

মহিলা ট্রেনযাত্রীদের সুরক্ষায় বিশেষ গোলাপি রঙের কোচ প্রবর্তন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের

গুয়াহাটি, ২৮ জুলাই (হি.স.) : ট্রেনের মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষার খাতিরে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। শুরু হয়েছে বিশেষ গোলাপি রঙের 'সিটিং কাম লাগেজ রেক' (এসএলআর) কোচের কাজ।
এ ব্যাপারে তথ্য দিতে গিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানান, গোলাপি রঙের মাধ্যমে এসএলআর কোচের অংশবিশেষ নির্ধারণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যে-সকল মহিলা যাত্রী একা কিংবা তাঁদের শিশুদের নিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিতে সফর করেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংরক্ষিত কোচের বাইরে বডিতে বিশেষ এই গোলাপি রং লাগানোর ফলে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা যাত্রী বা যে-কোনও কে। সহজে তা শনাক্ত করতে পারবেন। এমন-কি ভিড়ের মধ্যেও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরা শনাক্ত করতে কারোর অসুবিধা হবে না।
ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দুনির্যাতনের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ভারত রক্ষা মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। বাংলাদেশে হিন্দুনির্যাতনের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ভারতরক্ষা মঞ্চ বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান মংঞ্চের সম্পাদিকা প্রিয়া সাহা গত ১৭ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে নির্যাতনের যে তথ্য তুলে ধরেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে প্রিয়া সাহার পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত রক্ষা মঞ্চ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়ার উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ভারতরক্ষা মঞ্চ রবিবার আগরলায় মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেছে।
হোয়াইট হাউসে গত সপ্তাহে ১৭ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের খুখোমুখি হন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলনকারী নেত্রী প্রিয়া সাহা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিস্তারিত তথ্য তিনি তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে। তাতে তিনি উল্লেখ করেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হিন্দুকে বাংলাদেশ থেকে তাড়ানো হয়েছে। মুসলীমদের অত্যাচারে হিন্দুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।
প্রিয়া সাহার এই অভিযোগের ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। তারপরই বাংলাদেশের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। হিন্দু নেত্রী প্রিয়া সাহা জেনে বুঝেই বিদেশে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন বলেও অভিযোগ উঠে। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা গ্রহণের কথাও বলেছেন অনেকেই।
ভারত রক্ষা বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান পরিষদের সম্পাদিক প্রিয়া সাহার পাশে দাঁড়িয়েছে। রবিবার আগরতলায় ভারতরক্ষা মঞ্চ যৌন মিছিল সংগঠিত করেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতরক্ষা মঞ্চের রাজ্য সংগঠনমন্ত্রী আসীনদান বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিয়া গান্ধী সবধরনের সহযোগিতা করেছিলেন। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে সে দেশ দেড়ে ভারতে আসতে বাধ্য করেছে সে দেশের মুসলীমরা। তিনি বলেন, কেউ চায় না সহমা মাতৃভুমি ছেড়ে অন্যদেশে চলে যেতে। মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন চরম আকার ধারন করায় হিন্দুরা শেষ সহায় সম্বলটুকু ফেলে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি তথ্য দিয়ে জানান, এখনও প্রতিদিন গড়ে ৬৬২ জন বাংলাদেশি ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন। ইজ্জতরক্ষা করতেই তারা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রিয়া সাহা বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও আক্রমণ আরও বেড়ে চলেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন।
বাংলাদেশে অবিলম্বে হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে ভারত রক্ষা মঞ্চ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

গত কয়দিনে রাজ্যে বিজেপি-র নতুন সদস্য হয়েছেন সাত লক্ষের বেশি : সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। সারা ভারত জুড়ে বিজেপির চলছে নতুন সদস্য পদ গ্রহণ অভিযান। এর প্রেক্ষিতে রাজ্যেও এই অভিযান চলছে। রবিবার সপ্তাহিক ছুটির দিন একাধিক জায়গায় সদস্যপদ অভিযানে অংশ নিয়েছেন পশ্চিম লোকসভা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।
রাজধানীর নেতাজি চৌমুহনি এলাকায় সদস্যপদ গ্রহণ অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার পশ্চিম আসনের প্রতিমা ভৌমিক। তিনি নিজের হাতে নতুন সদস্যদের ফর্ম ভরতি করে মোবাইলে ছবি তুলে অনলাইনে সদস্য করান ও সদস্য হওয়ার পর একটি প্রমাণপত্র তুলে দেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে। তাঁর কাছ থেকে সদস্যপদ গ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। বিভিন্ন বয়সি মানুষ সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শুধু সদস্যপদ গ্রহণ নয়, সদস্যপদ গ্রহণের পাশাপাশি রাষ্ট্র গড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখছেন তিনি। এর আগে আগরতলার পার্শবর্তী লংকামুড়া এলাকায় সদস্য পদ গ্রহণ অভিযান চলিয়েছিলেন বলেও জানান। তিনি আর বলেন, সারা রাজ্যে তাঁরা পাঁচ লক্ষ সদস্য করানোর পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তা সাত লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সদস্যপদ অভিযানকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ রয়েছে বলেও জানান সাংসদ। এদিনের সদস্যপদ অভিযান কর্মসূচিতে সংসদের সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি"-র সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
এর পর সাংসদ চলে আসেন আগরতলা টাউন হল-এ। সেখানে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি-র মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এক সভা ও সদস্যপদ গ্রহণ অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী সান্ত্বনা চাকমা, ত্রিপুরা বিধানসভায় দলের চিফ হুইপ তথা মহিলা নেত্রী কল্যানী রায়-সহ অন্যান্যরা। এখানেও হল কানায় কানায় ভরতি ছিল সদস্যপদ নেওয়ার জন্য।

বিএসএফের উদ্যোগে গন্ডাছড়ায় পানীয় জলের পাত্র বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গন্ডাছড়া, ২৮ জুলাই ।। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি সমাজ সেবায়ও আত্মনিয়োগ করেছে। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় বিএসএফের ৭১নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে রবিবার ওয়ানসা পাড়ায় এক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৮ পরিবারের হাতে জলের জন্য সিনটেক্স বিতরণ করা হয়। সিনটেক্স পেয়ে এলাকাবাসী দারুণ খুশি। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের টুআইসি সুরেশ চন্দ্র। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টুআইসি সুরেশ চন্দ্র বলেন, বিএসএফ শুধু সীমান্ত নিরাপত্তা কিংবা জন নিরাপত্তা দায়িত্বই পালন করেনা সামাজিক দায়িত্ব পালনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে গন্ডাছড়া সীমান্তবর্তী গ্রামে জল সংরক্ষণের জন্য সিনটেক্স গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গন্ডাছড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পানীয় জলের সঙ্কট প্রতিবছরই চরম আকার ধারণ করে। বিষয়টি বিএসএফের নজরে এসে যায়। সে কারণেই পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য বিএসএফের তরফে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে জল সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সেই আহ্বানে বিএসএফও সাড়া দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীর কর্মকর্তারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।